আলেখ্য

আলেখ্য

বিষ্ণু দে

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র

ও

শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ-কে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউবা কবিতা লিখি, কেউ করি জীবনকে গান,
কেউ আঁকি চিত্রপট, কেউ গড়ি প্রাণের গ্রানিটে।
নির্মাণেই সত্য জানি, আমাদের আস্তিক্য প্রমাণ
আকাশে বাতাসে নীলে, রাঙা মাটি শহরের ইঁটে
ছন্দ গান মূর্তি চিত্রে মৃত্যুহীন সত্তার নির্মাণ।
আমরা খুঁজি না শক্তি মদমত্ত দুস্থ অস্ত্রকীটে,
জীবনের মৃত্যুঞ্জয় দান ?

আমরা খুঁজি ও পাই আকাশের সাম্যের সুযোগে,
বাতাসে বাতাসে মৈত্রী আমাদের ভেঙেছে প্রাচীর।
ঠগেদের ভাগাভাগি, বিভেদের হাজার দুর্যোগে
ভাঙে না দুর্জয় মুক্তি আমাদের বিস্তৃত গভীর
সমুদ্রের নীলে যেন, যেন বিশ্বমজদুরের যোগে,
বাংলার আকাশ যেন, বাংলার চাষী যেন ধীব
মৃত্যুঞ্জয় হাজার দুর্ভোগে।

আমরা খুঁজি না শক্তি ইঁদুরের গোপন দপ্তরে,
পঙ্গপাল নই, নই উই, তাই মরণমদিরা
আমাদের পেয় নয়, নরকের সরকারী চত্বরে
আমাদের আনাগোনা নেই তাই, ক্ষমতার শিরা
দাঙ্গায় করি না স্ফীত, জলুকার পরজীবী ঘরে
খুঁজি না শাসনদণ্ড, স্বর্ণভাণ্ড ভরি না কবিরা
সর্বনাশ হেনে ঘরে ঘরে।

আমরা সৃষ্টির কবি, জীবনের নির্মাণের গান
আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জ্বলে প্রাণের কংক্রিটে
তৃপ্তিহীন আমাদের কাজ চলে, মৃত্যুঞ্জয় দান
জীবনের কবিতার প্রতিমার প্রাণের গ্রানিটে
আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান
ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই, মাঠে মাঠে খড় আর ইঁটে
আমরা দেশের প্রাণ, প্রাণ কোথা ইঁদুরে বা কীটে ?
জনতাই জীবনের এ দেশের অসীম প্রমাণ—
আকাশে মাটিতে গড়ি ভিটে ॥

জন্মাষ্টমী ১৩৫৪

তবুও বলেন প্রাজ্ঞ, যেতে হবে নরকের ধাপে ধাপে।

পঙ্কিল শহরতলি।   কপিলগুহায় পাপে
গুপ্ত সুপ্ত ষাট
হাজার রাজার অন্ধ উন্মাদ সন্তান
ছড়িয়েছে গুহাহিত রক্তবীজ প্রাসাদে প্রাসাদে
স্বর্ণকুহকের বলে ক্ষমতার তুষানলে ভস্মীভূত বাতাসের মতো
রাজ্যপাট মৌরুসীপাট্টায় স্বৈরাচারে
কণ্ঠাগত শত শত দলে।

তবুও প্রবীণ কন, আমিই পুরোধা
এ লিম্‌বোর মুক্তির আহবে
করতলগত শক্তি রক্ষার উৎসবে গোখুরা, ঢেম্‌না, গোধা
কি যে জ্বালা হানে, বরাভয়ে আমি জানি।

শান্তি চাই, (মোটামুটি) শহর গ্রামের
চেয়েছি শৃঙ্খলা,
দেখেছি তো ভোটাভুটি, বিদেশী স্বদেশী হরেক শৃঙ্খল।
আমার রামের
রাজত্বের রামই নেই, হরেক সর্দার
ঠিকাদার হরেক কৌশলে শাসনে শোষণে
খেলেছে আমার এই স্থাবর স্বপ্নের রামরাজত্বেই।
বোধনের লগ্নে তবু আনি
গোষ্ঠীগত—তবু বুঝি বাংলার আকাশের মতো
গোষ্ঠীর অতীত
শুভ্র শ্যাম পীত কোনো মুক্ত বিহঙ্গম জীবনের বাণী—
(হয়তো বা তোমাদেরও, তোমারই আশায়)
শ্রাবণগগনে কম্প্র আশ্বিনের নূতন ভাষায়
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
সে দিনের আন্দোলনে এদিনের দপ্তরে দপ্তরে,
নরকের চত্বরে চত্বরে।

নচিকেতা চলে দৃঢ়, আশেপাশে অনাত্ম্য তস্কর
অলিতে গলিতে ঘোরে, মোড়ে মোড়ে কবন্ধের দল .
এখানে ওখানে রক্তচক্ষু ব'সে, গা ঢাকে তৎপর,
লুটেরা রাক্ষস যত বাসা বাঁধে প্রাসাদে প্রবল,
ছড়ায় রাজন্যকুলে বাণিজ্যের সৌজন্যপসরা,
দেশে দেশে জ্বেলে দিয়ে মরণের লেলিহ অনল
প্রফুল্ল মুখেই হাসে, অন্নদা ধরাকে করে সরা
অজন্মায় বানে বানে চোরা কালো পাপের পাহাড়ে।
জীবনই যে রসাতলে, ক্ষমতার গৃধ্নু মুঠি-ধরা
জীবনই যে, ঘুণ-ধরা জীবিকার উপবাসী হাড়ে

ঘানিতে গড়ায় মেদ, শোথাতুর সচল কঙ্কাল
জীবনেরই বেশ এ যে ! যুগান্তের নিশানের আড়ে
এক আস্তাকুঁড় থেকে হাত ফেরে আরেকে জঞ্জাল।

অন্যায়ের শেষ নেই, ভ্রষ্টাচার মজ্জায় মজ্জায় !
বিদেশীর দায়ভাগে একাকার গুরু ও চণ্ডাল !
কৌটিল্যের গোষ্ঠীগানে পিতামহ তাকান লজ্জায়
শহরতলিতে এসে মৃদু হেসে বলেন প্রবীণ,
আমার সুদীর্ঘ ব্রত ম্লান কূট কুবের-সজ্জায়
এ কী তেজিমন্দি ! লাল ধনী, নীল কোটি অন্নহীন !

লালদীঘি ব্যথায় নীল, লাল নয়
আমাদেরই যন্ত্রণায় নীল।
কতকাল ধ'রে বলো কত রক্ত ক্ষমতাউন্মাদ
খেয়েছে রাক্ষসী বলো কত প্রাণ দীঘি কত নদী,
কত লালবাজারে বেসাতি
বসিয়েছে আমাদের নিষ্কলঙ্ক হাড়ে হাড়ে
ছড়িয়েছে ঢাকা হাতে কতই না দাক্ষিণ্যপ্রসাদ।
লাল কবে লালে লালে কালো হল
চোরা মন্ত্রণায় হল যন্ত্রণায় নীল,
ন্যায়নিষ্কাশনে
খয়রাতে শমনে আর হাজার হাজার মাৎস্যন্যায়ে শকুনিশাসনে
জ্ঞাতি বন্ধু নির্বিশেষ চাকরির আসনে
এ যুগে ও যুগে গত-আগতের মাঝে বেঁধে দিয়ে রৌরবের মিল।

লালদীঘি তো চিরকাল এ শহরে অশ্রুর তোরণ
লালদীঘি তো চিরকাল যন্ত্রণার অন্ধকার খনি
লালদীঘি তো শেষপথ খোঁজে ভ্রষ্ট নেতৃত্ব আপন।

ন্যায়ের অমোঘচক্রে লালদীঘির অধিষ্ঠাতা শনি
লালদীঘি নির্মাতা কেবা দণ্ডধর শক্তি ন্যায়াধীন
পরমপ্রজ্ঞানে আর রুদ্র মহাকরুণায় ধনী।
এ লাল রাত্রির আগে ছিল নাকো ত্রিলোকের দিন
শুধু ছিল ত্রিকালের স্মিতহাস্য, রবে চিরন্তন
লালদীঘি কি ? এখানে যে আসো এসো সর্বআশাহীন।

তবু চলো নচিকেতা, তোমরা দেখেছ মৃত্যু মৃত্যুহীন
চলো সাম্পরায়ে
আমার দধীচি দেহে যতোদিন প্রাণ আছে—
অনুচরাবৃত তবু অনবগুণ্ঠিত সত্যেরই নিষ্ঠায়—
চলো সবে শান্তির সেনানী
জীবনের পথে পথে তোরণে তোরণে
মর্ত্যে আর মর-অলকায় চলো বজ্রপাণি।
ত্রিশঙ্কুর ঘূর্ণমান নরকের দ্বারে
চলো চিত্রগুপ্তের দরবারে
দেখে আসি তোমাদের ভবিষ্যৎ দিন
আমার অতীত রাত্রি বর্তমান নরককিনারে
দেখে আসি, আমি যে জাহ্নবী
আপন নির্দিষ্ট ভয়ে সঞ্চিত নিজের হবি
রক্ষার তাড়নে বেঁধেছিলাম অতীতে
একক মুক্তির গূঢ় তীব্র আততিতে,
দেখে আসি সেই অন্ধ অতর্কিত অংশুমান অতীতের ছবি।

ভাস্বর ললাটে দেখ আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি ফোটে ;
প্রাজ্ঞ কন, হে নবীন রেখো না সংশয় মনে
এ ব্রতযাত্রায় ভয় সংশয়ের ঠাঁই নেই মোটে।

এসো দেখি ইতিহাসে, এখানে অস্থির জনে জনে
বাঁধে স্ব-স্ব মূষিকদপ্তর, পঙ্কে আরো পঙ্ক মাগে।
এ সেই অসূর্যলোক শুভবুদ্ধি নিত্য বিসর্জনে
এখানে আসন জোটে। হাতে হাত যান পুরোভাগে
স্বচ্ছ মৈত্রী স্মিত মুখে, বিরাট পাতালে গর্তে গর্তে
গোপন গ্লানির স্তূপকীট ফাইলের আগে আগে
মানসের বিদ্যুৎ উদ্ভাসি। শত শত কণ্ঠাবর্তে
মূঢ় ক্রূর বীভৎস চিৎকারে, মাৎসর্যের তিক্তশ্বাসে,
পদলেহনের শব্দে, পদাঘাতে, গুপ্ত চুক্তিশর্তে
কর্কশ বাতাস সেথা চিরতরে পিঙ্গল বাতাসে
উলঙ্গ মরুভূ যেন পাঞ্চজন্য তাড়িত ঘূর্ণিতে।
স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম যেন, তবু কন অজেয় বিশ্বাসে,
পাতালের দলাদলি চায় মর্ত্যে অমরা চূর্ণিতে—

ভূলুণ্ঠিত শক্তির ঘাঁটির
পাতালের ফণার উপরে
আকাশের নিচে প্রাণ, মর্ত্যের মাটির
আকাশের গান আসে ভেসে আসে জাগ্রতের জনতার গান ;

আমারই অলকনন্দা সাগরনিস্তারে এসে,—
বৃদ্ধ ভগীরথ কিংবা জহ্নু যেন, কন,—পরিত্রাণ খুঁজে মরে
শেষে মেশে শত গোষ্পদের পঙ্কিল পল্বলে স্রোতহীন
আমারই নির্দেশে একদেশদর্শী একাগ্রধারায়
তমসা পুরীষস্রোত, নির্বোধ স্বার্থের বিকিকিনি
ক্লেদকীটে ভরে ঘাট, মলমূত্রে দুকূল হারায়,
অবীচিতে মন্দাকিনী!

নিঃসঙ্গ অশীতি
আমার বিজয়বার্তা তাই আজ গোত্রহীন সত্যকাম মহাজনতায়
খুঁজে ফেরে দীর্ঘ জীবনের অর্ঘ্যে দুর্বিষহ স্মৃতি।
ভয়াবহ আমারই জাহ্নবী আজ মোহানার মহাকাল,
লাল
লালমাটি ধুয়ে ধুয়ে
লালনীল একাকার জনসমুদ্রের সমান স্বাধীন
ভেদাভেদহীন আজ তুলেছে জোয়ার
রক্তবহা জীবনের নীলকণ্ঠ যৌবনের শোভাযাত্রী ঢেউয়ে ঢেউয়ে
সূর্যোদয়ে অঘমর্ষী নীল আর মৃত্যুঞ্জয় লাল।

গান্ধীজির জন্মদিনে

অশীতি, তবু অমর এই মিতা,
ত্রিকাল বুঝি থমকে তাঁর মুখে,
ক্লান্তিহীন, প্রবীণ, দেশপিতা,
অথবা পিতামহই বলো সুখে—

পিতামহই, গোমস্তার দলে
পিতারা চলে, চালায় চোরা খুন।
পিতামহই, শিশুর জয়রোলে
যৌবনের আহবে নবারুণ

প্রাণ বিলায় যৌবনের দূত
হাত মিলায় স্বার্থহীন গানে,
প্রভাতফেরী তাড়ায় অবধূত,
পিশাচও ফেরে দুর্গতের ত্রাণে

নির্মাণের ঐক্যে দলাদলি
মোটা গদির তলায় জ্বলে চিতা,
প্রাণের টানে হাজার কোলাকুলি,
ন্যায়ের গানে সাম্য-সংহিতা !

দীর্ঘ আয়ু, উন্মোচিত দেশ
দাঙ্গা নেই ; দুর্ভিক্ষহীন
শহরে গ্রামে একটি সুখরেশ,
শান্তিসেনা রাত্রি করে দিন।

অতীত জ্বলে কী দুরন্ত চিতা,
ভবিষ্যৎ তুলেছে অঙ্গুলি।

মানুষ, তাই অমর এই মিতা,
গান্ধীজির জয়ধ্বনি তুলি
নবজীবনে শুভ্র আশ্বিনে
আলোয় শুচি বিরাট শুভদিনে ॥

স্মর-ক্রান্তি

সারা দিন কাটে কোথায় গিয়েছ তোমার তো দেখা নেই !
প্রিয় শরীরের মায়া
একলা মনের বিষাদে ছড়াও। তোমার মনের খেই
খুঁজে ফিরি, আলোছায়া
তোমার চোখের চিত্রগতিতে তোমার বুকের সেই

স্মৃতির বুননে বাহুবন্ধনে কোমল চূড়ার গানে,
তোমার কম্বু কটী
প্রাকৃত রূপের ফুলে ফলে জলে তারায় পাহাড়ে টানে।
হৃদয়ে পঞ্চবটী
চিত্রকূটের স্মৃতি ঘোরে তাই তোমারই যে সন্ধানে।
সারা দিন কাটে তুমি নেই তবু দক্ষিণে হাওয়া ওঠে
উদ্বেগে কাটে দিন
তোমারই প্রাণের কুলায়ে আমার ভীরু পাখি জেনো ছোটে
জীবনের ভয়হীন
প্রেমে জীবনের ভয় সারা দিন কে জানে কি কোথা জোটে!
এ কোন্ নরকে আমরা এসেছি অলকার দম্পতি!
শকুনের কানাকানি
আমাদের দিন বেতাল করেছে, প্রতিটি দিন আরতি
আমাদের ছিল নিত্যকর্ম রাত্রি হবিষ্মতী।
এখানে কী হানাহানি!
তবু দক্ষিণে হাওয়া ওঠে ঐ অলকার হাতছানি:
তুমি কোথা? ডাকে নিঃশব্দের গভীরে অতনুরতি।
ডোবাই ডোবাই এসো দুইজনে দুপাশের মূঢ় গ্লানি।

বৈশাখী

সকাল থেকেই আকাশে আকাশে আগামীর আনাগোনা,
মেঘে মেঘে আর হাওয়ায় হাওয়ায় কতো জয়দূত ছোটে।
থেকে থেকে শিবঠাকুরের দেশে গুমোটে বন্ধ দম,
আবার আইন-কানুন হাওয়ার দমকে কী তুলো ধোনা!

—তোমার ছবিই যোজনার আগে চলচ্চিত্র ফোটে।
এই কি কালের নিয়ম ?

বিকালে বাতাসে সজল আমেজ, বজ্রের দূর হাঁকে
বুকে বুকে যেন আশ্বাস বাজে, পৃথিবীর চোখ চাতক,
মাটির দগ্ধ মুখে বুঝি ফোটে সরস ওষ্ঠাধর,
বেলফুলে কুঁড়ি জাগল বুঝিবা প্রাণমাতানোর ডাকে,
ধুয়ে যাবে বুঝি অনেক দিনের পাতক !
—এবারে তোমার স্পর্শে করবে অমর ?

তবুও বৃষ্টি আসে না আসে না তবু বৈকালী বন্ধ্যা,
ধুলার পাইক উদ্ধত ভাবে তারা ত্রিকালেশ্বর,
মেদচিক্কণ মার্কিন গাড়ী লেকে ময়দানে যায়।
বৈশাখী কালবৈশাখী বিনা যাবে কি হ্রস্ব সন্ধ্যা ?
আসবে না জল শুধু মরীচিকা ?   গভীর কণ্ঠস্বর
শুধুই শুনব—তোমার মেঘের আশা ?

ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে মাটির ভাষা,
অবিরাম ধারা, গুরু মৃদঙ্গে নবজীবনের গান,
রাজপথে স্রোত, রজনীগন্ধা প্রখর হাওয়ায় হাওয়ায়
প্রাণমাতানোর নববৎসরে অন্ধকারের বান
—তোমার মাটিতে মুখে মুখ রাখি, তোমার ছাউনি বাসা,
হৃদয়ের ছবি মেলাই তোমার গায়ে ॥

বর্ষা

সমস্ত দিন আকাশ পুড়েছে, ধোঁয়ায় হারাল নীল,
বিকালের রোদে তপ্ত তামায় ঘনাল সজল মেঘ।
দক্ষিণে হাওয়া উত্তরে হাওয়া উষ্ণ-শীতলে মাতে,
ঈশানের মেঘে সাগরের মেঘে উদ্দাম যাওয়া-আসা,
ভয় হয় বুঝি বাজে বিদ্যুতে খেলা মেশে সংঘাতে—
প্রেয়সী !   এ যেন আমাদের ভালোবাসা।

ফুৎকারে ঈশান সমুদ্রশ্বাসে অর্ধনারীশ্বর,
স্বেদবিন্দুতে শীতল বাষ্পে বিদ্যুৎকণা জ্বলে।
নগ্ন বেগের শত তরঙ্গ বাহু-ভুজঙ্গে বাঁধা—
হঠাৎ তূর্যে নামে যে তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশীর ভাষা।
বৃষ্টি মরমে পশে।   নীলে নীল যমুনার তীরে রাধা
শুনত যেমন, কিংবা যেমন আমাদের ভালোবাসা।

বৃষ্টি চলে বৃষ্টি অবিরাম

দেখেছ কি বৃষ্টি চলে ?   বৃষ্টি অবিরাম
গরম দুপুরে ধুয়ে' প্রবল হাওয়ায় ধুয়ে' ধুয়ে'
অবিরাম বৃষ্টি পড়ে, শীতল আরাম
মাটিতে মাটিতে পথে ইঁটে ছাতে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী
ছেয়ে ছেয়ে।   বৃষ্টি নামে, পৃথিবী তো আর এক নাম
তোমারই, কোথায় তুমি ?   কর্মরত, দৃঢ়বদ্ধনীবি

যেখানেই থাকো তুমি, বৃষ্টি নামে, মেঘে মেঘে যাই,
একাকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মেদিনীমেখলা,

অথবা পাহাড় শাল অরণ্যের খাড়াই উৎরাই
ঢাকি একই আলিঙ্গনে, বিদ্যুতে ও বজ্রে দিই ডাক
তোমাকে, যেখানে থাকো বাষ্পে বাষ্পে জড়াই চঞ্চলা।

তুমি ভাবো দূরে ব'সে পার পেলে, প্রেম যে অপার,
চেতনার নীল জুড়ে মেঘে মেঘে আমার আকাশ,
তোমাকে করেছে ধাওয়া মাঘ চৈত্র বৈশাখ আষাঢ়,
সর্বদাই ছেয়ে রাখে তোমাকে যে, বিলম্বিতনীবি
পীনবক্ষ দৃঢ়উরু, চেতনার বিদ্যুতে আভাস
তোমার সত্তার পাই, ঢেকে রাখি তোমায় পৃথিবী।

একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা

(১)

হার মেনে চলি, পলাতক জেনে চলি
বনতুলসীর মাড়ানো গন্ধে গন্ধে।
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় লেগে
জ্বালিয়েছি দিনরাত্রি, জীবন জ্বালি।

আজকের হার কালকেও হার সে কি ?

আমের বউল ঝ'রে যায় ফাল্গুনে,
পলাশের বন নিঃশেষ করে আগুন,
তবুও সরস আনম্র আমবন,
তবু মল্লিকা সচ্ছল হল চৈত্রে।

হার মেনে চলি, আজ হয়তো বা নেই
তবু তুমি আছ জীবনের পাশে দেখি,
কাল বা পরশু দেখা হবে জানি মুক্তির প্রাঙ্গণে।
আজ করবীতে খোয়াই ভরেছি স্বপ্নে॥

(২)

চেনে সে, তবু জানে কি শেষ-জানা,
আড়ালে গেলে ভাবনা এই চলে,
বিলিয়ে দেওয়া উজাড় ক'রে আনা
জানে কি ? দুই নয়নে জ্বল্‌জ্বলে
আলো কি জ্বালে প্রজ্ঞাপারমিতা
কৈলাস কি মেলে সে চঞ্চলে ?
ভালো কি বাসে ? সে যে মেঘের মিতা,
সাগরে জানি দিয়েছে বাহু মেলে,
দিনের শেষে সেই নেবায় চিতা,
আত্মদানে শিখর দেয় জ্বেলে।
তব্‌ও মন ঘুমের মায়া মেলে
নিবিড় নীল, জিজ্ঞাসায় হানা
দেয় তো আজও। রাতের তারা জ্বলে,
অনেক তারা, আকাশে যায় জানা
দ্বৈত কেন এক-কে করে নানা।

(৩)

বউলের দিন হয়ে গেল কবে সোনালি আমের দিন !
কাঁঠাল-ছায়ার পথে পথে তবু ঘুরে আমি সেই দ্বারে,
এপাশে ইঁদারা ওপাশে জামের থোকা থোকা সম্ভারে
পিঁপড়ের সার অবিরাম ভরে সংসার।

তোমার ঘরের ছায়ায় আমার মনের অনেক চেনা
আসি আমাদের দিনে।

চামেলির দিন হয়ে গেল কবে শিরীষ চাঁপার দিন!
আমকাঁঠালের জামের বেলের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে,
এপাশে মহুয়া ওপাশে পলাশ আগুনের সম্ভারে,
ধুধু প্রান্তরে ব্যাং ডাকে কোথা ছারখার সংসার,
তোমার চোখের ছায়ায় আমার মনের অনেক চেনা
আসি আমাদের দিনে।

গেরিমাটি আজ এলামাটি আজ কালো পৃথিবীর দিন
তোমার কাজের আমার কাজের সার্থক বিশ্রামে
মাটি ফুল ফল আকাশ বাতাস জীবনের সম্ভারে
লাখো লাখো হাতে পাতব সকলে সকলের সংসার
তোমার প্রেমের ছায়ায় আমার প্রেমের অনেক চেনা
মৌমাছি এক দিনে।

তারপরে ঐ নামল শ্রাবণ বিপুল রন্ধ্রহীন,
ভেসে যায় মোর্ মাটিআরা শত নদী
ধুয়ে দেয় দেশ জীবনের সম্ভারে,
দিনগুলি ওড়ে প্রজাপতি, রাত দেয়ালির সংসার
আউশে আমনে নবান্ন আশ্বিনে।

(৪)

থেকে থেকে আসে মেঘ যেন আশ্বিনে
হঠাৎ হাওয়ায় আসে আর চ'লে যায়
কখনও বা আসে শালবনি পার হ'য়ে—
কখনও বা যায় হর্লাজুড়ির পার,

আমার চোখের দূরদেশে চ'লে যায়,
উঠানের কোণে বসে সে জাঁতার দাওয়ায়,
রাতের আড়ালে সে আসে লুকানো দিনে,
চুপি চুপি যায় আউশের হিম হাওয়ায়,
দুই চোখে দেখি আঙিনার বার হ'য়ে
কাজের মানুষ ঘোরে সারা পরগনা
প্রতি গাঁয়ে তার বন্ধু যায় না গোনা—

সে কি নেবে সব দুঃখ সবার ব'য়ে
তাই বুঝি তার নেই আর বাসা বাঁধার

সময় আমার দুচোখে বটের ছায়ে ?

সে শুধু অতিথি আমারই একার প্রাণে ?
আমাকেও নিক মিছিলে তাহলে নিক সে
হাজার ঘরের আশায় বাইরে দিক সে
বলিষ্ঠ তার কর্মী-বাহুর গানে
দিন রাত্রির একান্ত এক কোণা,
পাশে পাশে নিক আমাকে ফেরার হাওয়ায়
লক্ষ ঘরের দুর্গম নির্মাণে ।

(৫)

কতো না ভুল হয়েছে পথে পথে,
পায়ে চলার দীর্ঘ পথে ভুল,
চড়াই বেয়ে কখনো নেমে ঢলে,
রৌদ্রে আর ছায়ায় আর জলে,
অমা আঁধারে প্রবল ঝিল্লীতে,
কখনো নীল নীরব চাঁদিনীতে,

হাটের ভিড়ে, পাহাড়ে প্রান্তরে,
কখনো সোজা কখনো আঁকে বাঁকে,
কতো না ভুল হয়েছে পথে পথে
যন্ত্রণার কাঁটায় বিঁধে ফুল !

তবুও চলা অশেষ মনোরথে,
তোমাকে দেব কি দিই বা তোমাকে ?
ফুল নাকি এ ভুলের কাঁটা তুলে
দু' মুঠি দেব ব্যর্থতার ফাঁকি ?
শেষ কি পথে তোমার নীড় যদি
টানে আমায়, সময় নিরবধি
পৃথিবী নয় নাই বা হল বিপুল।
তবুও তুমি আছ যে আছ তুমি
একান্তই সত্য নয় তা কি ?

গ্রামের পরে গ্রাম যে হই পার,
বারমাসিয়া ছেড়ে মশানজোড়ে,
এসেছি আজ তোমার এই দেশে
অনেক রাত-শেষের রাঙা ভোরে
তোমাকে চিনি, তোমাকে বারবার
চেয়েছি পথে, যতই হোক ভুল।
নেবাও দ্বীপ, মাথায় পরো ফুল,
আগল খোলো হাজার ঘরে ঘরে
আগল খোলো, খোলো তোমার দ্বার।

তিন পাহাড়

তৃষ্ণার পথে তুমি এনে দাও জল,
ছায়া মেলে দাও, তুলে দাও ফল মূল,
তোমার চুলের আড়ালে শুকায় ক্লান্তি,
তোমার দুচোখে তিন পাহাড়ের গান,
পথের তৃষ্ণা মেটাও হাসির আশ্বাসে—
যদি ভুল হয় ক্ষমা কোরো, অতুলনা,

যদি ভাবি তুমি কখনোই ভুলবে না,
যদি ভাবি দেবে ঘরোয়ার ইতিহাসে
বিশ্বব্যাপ্তি, যদি ভাবি দেবে হাত
কুস্‌মা ছাড়িয়ে রাঙাপাড়ি শালবনে,
তবে অতুলনা সেই ভুল ক্ষমা কোরো,
তোমার ক্ষমার সে তৃষ্ণা ভুলব না।

তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান,
পাঁচ পাহাড়ে দোহার দিই তারই।
কাঁকর পথে নিরালা পায়চারি,
প্রতীক্ষায় কাটাই দিনমান,
হঠাৎ দেখি সূর্য খান্ খান্
ছড়িয়ে গেল পাথরে, বনচারী
তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান।

আকাশে যেন ছড়িয়ে দিলে প্রাণ,
খাঁচার পাখি ছাড়া কি পেল, সারী ?
নবজীবনে জাগল সঞ্চারী,
প্রতিদিনের বিজয়ে তার তান।

তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান
পাঁচ পাহাড়ে দোহার দিই তারই।

আনবে দিনে রাত্রি বুঝি, নিটোল দিনখানি—
বনের দেশে তোমার দিন তোমারই হাতে আনি।
নীরব বন, কূজনহীন পাহাড় সারে সারে,
সোনালি বালি নির্নিমেষ স্রোতের ধারে ধারে,
চতুর্দিকে কালো পাথর ভেদাভেদের গ্লানি
দুপুর রোদে আবেশে ভোলে, একটি বনবাণী
এই পাহাড়ে ওই শিখরে, থেমেছে কানাকানি,
চাঁদিনী যেন, তোমার চলা দোতারা ঝঙ্কারে,
আনবে দিনে রাত্রি বুঝি?
উপল থেকে উপলে যাওয়া, দোলে অরণ্যানী;
দুইটি চূড়া মেলায় হাত আড়ালে জোড়পাণি;
তরল চলা, নিরুদ্বেগ নিভৃত সঞ্চারে;
এলিয়ে চুল জ্বালালে দিন স্বচ্ছ অঙ্গারে,
কালো পাথরে মহাশ্বেতা সজল ঝল্‌কানি,
আনবে দিনে রাত্রি বুঝি।

৩১শে জানুআরি ১৯৪৮

অনেক অনেক মৃত্যু, ঘৃণ্য মৃত্যু, অপঘাত,
ঘাটে ঘাটে পলিমাটি ছেয়ে গেছে শবে।
গঙ্গার যমুনার মেঘনার শতদ্রুর অশ্রুর প্রপাত,
রক্তমাখা ক্রূর শত অন্ধ ক্ষমতার হত্যার উৎসবে
পিতৃপিতৃব্যের পাপে
ছেয়ে গেছে সারা দেশ দোয়াব্ পঞ্জাব বদ্বীপ সন্দ্বীপ

এ নদীমাতৃক দেশ জননী এ জন্মভূমি।

শকুনের ডানার ঝাপট শিবার ফুৎকার
আর্যাবর্ত চ'ষে খায় নিবে যায় সভ্যতার হাজার প্রদীপ।

তবু তুমি হিমালয়,
হাজার নদীর উৎস,
মানসহ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক,
এ নদীমাতৃক দেশে প্রাজ্ঞ পিতামহ
বিরাট আকাশ,
মৃত্যুঞ্জয়, প্রাণবহ,
পৃথিবীর মানদণ্ড
সমুদ্রে সমুদ্রে ন্যস্ত দুই হাত :

শকুন সেখানে মরে রুদ্ধশ্বাস, কৈলাস হাওয়ায়
শিবা মরে আপন কামড়ে, সেই প্রাণের চূড়ায়,
যেখানে ঠিকরে ত্রিনয়নে রুদ্র রৌদ্র প্রেমের প্রসাদ
গিরিশের তুষার মুকুরে।
শঙ্খচূড় অক্ষম অবশ প'ড়ে যায় ঝ'রে যায় সর্পিল নহুষ
পুড়ে যায় শূন্যে শূন্যে ছিঁড়ে যায় কুটিল কুণ্ডলী
ঊর্ণনাভ নেমে যায় ঘৃণ্য রসাতলে।
জীবনে জীবন দিলে মরণে জীবন তুমি, জীবনমৃত্যুর হলাহলে
ভেদ দিলে মুছে'
ধুয়ে দিলে মন্দাকিনী নির্ঝর শীকরে।

নদীতীরে শুভ্র সূর্যালোকে
মিলি শোকে, জীবনের বাণী
আনি গ্লানির তর্পণে, আমাদেরও গ্লানি

আমাদেরও পাপ তোমার এ মৃত্যু অভিশাপ
এনে দিলে ঘৃণার শপথ, ঘৃণ্য জিঘাংসু উন্মাদ ক্ষমতার প্রতিরোধে
মিলিত দুর্জয়
তোমার পৌত্রেরা আর দৌহিত্র প্রপৌত্র অগণন

শোক আজ স্বচ্ছস্রোত ক্রোধ মৈত্রী খরতোয়া
জনসাধারণ
আমাদের বিদীর্ণ হৃদয়ে।

আষাঢ়

মনে হয়েছিল অনাবৃষ্টিই নিত্য
দ'গ্ধে দ'গ্ধে দিনগুলি বুঝি মরবে,
স্নায়ুর অশ্রু প্রতি শরীরেই ঝরবে,
থেকে যাবে মাটি রুক্ষ আকাশ রিক্ত।
তবুও আষাঢ়ে পূর্ব-মেঘেরা নামল
আমাদের এই প্রথম দিনের আষাঢ়!

মনে হয় বুঝি পৃথিবীর জ্বালা থামল
মনের হরিষে নিন্দ যাওয়ার ছন্দে।
ওরা তাই নত সজল মাটির গন্ধে
রুয়ে রুয়ে যায় মাটির অবাধ বিত্ত।
প্রকৃতি সেই তো পৃথিবীর দাবি মানল!

জীবন মানবজীবন থাকবে রিক্ত!
কবে যে মানুষ-ও আষাঢ়ের গান করবে
আমাদের এই নবজীবনের আষাঢ়!

একমাত্র মুক্তি স্রোতে

দুর্দান্ত শূন্যের পাকে বৃথা ঢালে লুব্ধের প্রলাপ,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকে অশ্রুময় চরম ব্যর্থতা,
বিকল বুদ্ধিতে ছলে মেশাবে কি বাহুর প্রতাপ
কৌটিল্যের কটূক্তিতে, কোনো কোনো চতুষ্পদ যথা
কণ্ঠে দন্তে নখে হানে পান্থজনে ক্ষিপ্ত অভিশাপ !
অথচ মানুষ সেও, লিখন-ও-পঠনক্ষমতা
আছে শুনি, আমাদেরই সমগোত্র, তাই অপলাপ
তার মুখে মানায় না, একচক্ষু সাজে না মত্ততা।

ধৃষ্টতা স্বীকার যদি করে যদি নহুষ দুর্গতি
উন্নাসিক ছাড়ে তবে হয়তো বা ক্ষমার আশ্বাস
উন্মুক্ত চেষ্টায় পাবে উত্তীর্ণের প্রাণের বিস্তার,
যেহেতু অন্ধের আত্মরক্ষা শুধু ধ্বংসেরই প্রয়াস,
গোষ্পদে মণ্ডূকই হয় নেতা কিংবা একচ্ছত্র পতি,
একমাত্র মুক্তি স্রোতে করতোয়া কিংবা তিস্তার ॥

ভুল

ভুলের কাঁটা আকাশে দাও মিলিয়ে,
ভুলের জ্বালা এঁকে তারায় তারায়।
কতো না ভুল করেছি আহা মাটির মতো ভুল,
আষাঢ়ে যেন অকাল বৈশাখ !

ভুলের শেখা হাওয়ায় দাও বিলিয়ে,
মনের গায়ে কেটে, স্রোতের ধারায়,

মাটিকে দাও শ্রাবণগানে নবজীবনে ডাক,
পোড়া মাটির মর্মে তোলো ফুল।

আমরা যদি ভুলই করি তবে,
কোনোই ভুল না করি যদি, তবু
ক্ষান্তি নেই ক্লান্তি নেই, আমরা যেন মাটি,
ঋতুর পরে ঋতুর দাবি, সদাই নবীনতা।

কোন অতীতে যাত্রা শুরু কবে,
প্রকৃতি, তুমি জানো কি মানুষের ?
আমরা জানি মানুষ আজই খাঁটি,
জিজ্ঞাসায় আশায় নেই তৃপ্তির হীনতা,
জীবন এই জীবনই জানি কেবল এক প্রভু
বীরভোগ্য জীবন মানুষের।

রাগমালা

(পরিতোষ সেন-কে)

১

আমাদের শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ আশ্বিন
অঘ্রান ফাল্গুন আর আষাঢ় ভাদ্রের
জলে জলে থৈ থৈ কিংবা রৌদ্রে রৌদ্রে তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু, উল্লসিত বসন্তবাহার,
বানডাকা পাড়ভাঙা সূর্যে মেঘে মাটির আর্দ্রের
মিলনের স্পন্দে স্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন।

তোমাকে কি দেব বলো ?   আমার রাত্রিতে
তুমিই আকাশ, ঘুম, স্বপ্ন, তুমি পাশে জেগে থাকা।
সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে, দিনগুলি যেমন সূর্যেই,
তোমাকে যা দেব তাই তোমারই তো দান চেয়ে রাখা,
যেমন বাজাই সব প্রত্যহের জয়গান কালের তূর্যেই।

ভালোবাসি সেই কথা তোমাকে তো বলি বার বার
আকাশ যেমন বলে, মাটি শোনে রৌদ্রে মেঘে আর
অন্ধকারে বার বার।   তুমিই শিউরে ওঠো
বর্ষে বর্ষে মাটির মতন, ইতিহাসে যেমন মানুষ।

কি বলব বলো, জীবনই যে এক বলা,
ঘনপল্লব ফাল্গুনবন কোনো,
প্রাত্যহিকের অনন্ত পথে অরণ্যছায়ে চলা,
প্রতিদিন শোনো, বৃথাই পাপড়ি গোনো।

সে পথের শেষ জীবনের শেষ তীরে
তোমার চলারই শেষে,
তোমার আমার একই পথ ঘুরে ফিরে
পাহাড়ে সাগরে একাকার এক দেশে।

তুমিই এনেছ প্রিয়া এ জীবনে আমার, তোমারও,
আমাদের দেহেমনে এ জীবনে প্রত্যহের যে পরিপূর্ণতা,
তার ফুল দিই আজ চোখে চোখে মানসের তীরে,
এই আজ প্রতিদিন ভরুক শূন্যতা নীল প্রেমের পাত্রের
অভ্যাসের মৃত্যুঞ্জয়ে—তোমার, আমারও, ফিরে ফিরে
পাত্রের শূন্যতা নিত্য ভ'রে দিক জীবনের নিত্য নব ঘাটে।

তুমি এসো প্রতিদিন হে জীবন হে প্রেয়সী আমার হৃদয়ে,
এসে তুমি বাহুবন্ধে প্রতিদিন উভয়ের কাজে মৃত্যুঞ্জয়ে
কালের উজানে এসো, সময়ের কালীদহে কুমুদ-কহ্লারে
তোমার আপন সত্তা আমাকে সম্পূর্ণ করে দেহ-মন-স্নায়ু
বছরে বছরে প্রতিদিনরাত্রি। দীর্ঘ করো আমাদের আয়ু
উভয়ের আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেকের একতায় প্রত্যহের অসীম হৃদয়ে
ব্যক্তির একে ও দ্বৈতে, ব্যক্তি আর সমাজের দীপক-মল্লারে ॥

২

তুমি পাশে নেই, আকাশে নেমেছে যতি।
তোমার আলোর ক্ষণিক ক্ষতিকে জ্বালাই সন্ধ্যারতিতে
দিনের প্রণতি রাত্রির একা অন্ধকারে।

প্রেমের লয় বিলম্বিত, প্রেম
জীবনে জ্বলে সাঁঝের দেরিতেই :
মৃত্যু যবে সমের হাতছানি,
তখনই প্রেম বিজয়ভেরীতে।

তোমাতে আমাতে কি বাঁধিনি মিল ?
জীবনে-মরণে কি বাঁধিনি বাসা ?
পয়ার ফেলে দাও, ভাঙুক খিল,
মাটিতে মেটে সে কি নীল তিয়াসা ?
মন্দাক্রান্তায় সজল ভাষা।

তুমি যদি বলো অঘ্রান চেনাশোনা
তোমারই অনেক, নেব নতশিরে মেনে,
রাখব না বেঁধে চৈত্রের চীর টেনে।

জীবনে মরণে মাঘে ফাল্গুনে একই তো আঙিনা প্রিয়া,
সর্বদা আনাগোনা।

পাহাড়ে পাহাড়ে কালোর কঠিনে নীরদ নীলিম কান্তি
সবুজে ও লালে মীড়ে মীড়ে ঘোরে খুশিতে চকিত গোপাল,
মাটির মহিষে শাদা বকে খোঁজে নব্যন্যায়ের ভ্রান্তি।
হঠাৎ মেঘের আবেগে ত্রিকূট বিরহগুরুণা কান্তা
খোঁজে তার প্রাণ কৃষ্ণ প্রদোষে কোমল যে দিঘারিয়া
—প্রকৃতিতে খুঁজি প্রতীক দুজনে, আনি যে দ্বন্দ্বে শান্তি।

আমার গ্রামটির হাটের বটের
ছায়ায় এনে রাখি দগ্ধ মন,
জীবনযাত্রার জীর্ণ পটের
ধূসরে মেলি পাখা যে দুই জন,
সে দুই জনে আজ জীবনই—রূপকে,
জরতী যৌবনে, যযাতি যুবকে।

প্রেমের গানে মৃত্যু হানে আখর,
নতুন সুর এবারে দাও কবি।
প্রবল রাগে ভাসাক স্রোতে পাথর,
কণ্ঠে তার জ্বালাও গ্রহরবি॥

৩

থরে থরে জমে এ কি বা অপার অন্ধকার;
গোলাপের বন কালোয় কালোয় হয়ে গেল একাকার,
দুস্থ দিনের কান্নায় কালো আমাদের রাতগুলি,
গোলাপবাগানে আমাদের ফুল তুলি আর নাই তুলি।

আকাশ একটি কালো কান্নার বাসা
কিংবা 'কলোনি' হাজার দুঃখ জুড়ে ;
হৃদয় সেজেছে ভিখারী সারাটা বিবাগী জীবন মুড়ে।

তারপরে নীলে একে একে জ্বলে আলো,
বোল্‌শয় বালে, হাজার নাচের তালে
কিংবা ফেরারী জনতা বুঝিবা ফেরে জয়-তারা ভালে।

জানি এই কালো ধুয়ে যাবে নীলে
ব্যাপ্ত নিখিলে, আবার লাগবে ভালো,
দুয়ার ভাঙবে অন্ধকারের বুকচাপা খিলে,
অন্ধ ব্যথার রক্তে রাঙবে আলো,
রাঙবে গোলাপবনের লক্ষ গোলাপ,
সদ্য গোলাপে ভাঙবে রাতের কালো।

কারণ পৃথিবী দুর্মর আর দুর্জয় তার আশা,
আজও আছে মাতা মানুষের মুখ চেয়ে,
কবে দিনে রাতে সুর পাবে তার ভাষা,
কবে প্রকৃতির নিয়মে বাঁধবে বাসা
কবে যে বাঁচবে সুখে দুখে তার কোটি কোটি ছেলেমেয়ে,
কারণ পৃথিবী মানুষেরই, জনসাধারণ পৃথিবীর।

তাই এরা বীর, এদের আশায় ক্ষয় নেই,
বাঁশি শুনে তাই এরা ছেড়ে যায় ঘর,
তাই এরা ভালোবাসে সুখে দুখে,
শতগ্লানি তাই সয় হাসিমুখে,
মরণ-কে করে জীবনের নির্ভর,
পর-কে আপন, আপনকে করে পর।

এদের আঁধার রাত্রিদিনের জননী।
অন্যের পাপের বোঝা, নিজেরও ভুলের
কাঁটার কান্নায় তোলে কালের ফুলের
বাগানে এরাই ফুল স্বজন-সজনী।
জন্মের যন্ত্রণা আজ আঁধার রজনী ॥

একটি পূরবী

ক্ষণিকে অক্ষয় কান্তি, সূর্য অস্তে, রাত্রি অনাগত,
শুধুই রক্তের আভা, শুধু বিশ্ববিস্তৃত আকাশ,
আগুনে বিহ্বল যেন মর্মে মর্মে আমারই বিষাদ :

তোমার দূরত্ব নিত্য আমার ক্রৌঞ্চের দিনে অব্যর্থ নিষাদ।

হয়তো বা দূরে নেই, মন শুধু কাজের প্রান্তরে
আমার সত্তার প্রান্তে, এপাড়া ওপাড়া,
কিংবা সমুদ্রেরও পারে ;
ঘরে কিংবা বাইরের দ্বারে মেঘে মেঘে
আমার হৃদয় একা, অমাবস্যা,
অন্ধকারে পাই নাকো সাড়া
নিজেরই নাস্তিতে যেন,
কখনও বা পূর্ণিমাই, প্রতিপদ দ্বিতীয়ার ভয়ে
বারে বারে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর।

চাও যদি তবে তুমি এই শূন্য ধরো,
পরিপূর্ণ গ্রহণের নিঃশেষ ভাণ্ডারে
নিস্তব্ধের হৃৎপিণ্ডে সমগ্র-তে তুমিই বিরাজো।

অথচ এও তো ভালো, তোমাকেই চাই, ঘরে,
প্রেমের আগুনে লাল সন্ধ্যার আকাশ,
তারপরে নীল অমাবস্যা আর কখনও বা পূর্ণিমাই
তোমারই যা চলিষ্ণু আভাস।

বেঁচে আছি তাই আজও।

এই ধনী বসুন্ধরা

তুষারে তপস্যা কার? আজ বুঝি আকাশে হিমানী,
দিকে দিকে শাদা মেঘে কুয়াশায় একফালি নীল,
নীলকণ্ঠ যেন দিল গৌরীর পাণ্ডুর ভালে চুমা,
জ্যোতিষ্ক নয়ন জ্বেলে তাই বুঝি নির্নিমেষ উমা।

তৃতীয়নেত্রের তাপে ভেসে যায় মেঘেরা ঊর্মিল,
প্রহরান্তে দিন আসে মেঘে মেঘে রৌদ্রের সন্ধানী।

পশ্চিমা হাওয়ায় রৌদ্রে হেমন্তের বিরামবিহীন
তীব্র মাধুরীতে ভরে আগামীর মর্মরিত দিন।

পৃথিবীর শ্রোণিভারে নিটোল টিলায় চেয়ে থাকি,
সারাটা দুপুর কাটে সচ্ছল কূজন শুনে যাই,
ভাবি কবে এই ধনী বসুন্ধরা প্রসাদ বিলাবে,
বীরভোগ্য রূপবতী! জনে জনে, সবাকে একাকী,
সম্পূর্ণের স্বাদ দেবে, জনে জনে স্বভাবে মিলাবে—
এই রৌদ্র এই ছায়া সুন্দরীকে দেখে ভাবি তাই॥

হোমরের ষট্‌মাত্রা

ছিল একদিন কস্তুরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে,
ঝর্নার বেগ দ্রুতমুহূর্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি, ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সংবৃত একা ত্রিকাল খোদাই পরম চিরন্তনে।

গ্রীষ্মে ঝর্না হারায় পাথুরে বালিতে,
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে।

আজকে তুপাশে সমুদ্র দূর দিকে দিকে দেয় পাড়ি
অনেক নৌকা অনেক জাহাজ গাংচিল ঝাঁকে ঝাঁকে,
হৃদয়ে মিশেছে আরেক কালের আরেক দেশের খাড়ি,
পাহাড়ের বেগ স্মৃতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে।

সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘ ফাগুনে,
বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে ?

অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কত না রৌদ্রে সুরবেসুরের ঊর্মিল সঙ্গীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগর যাত্রা,
সাফোর ঝর্না কলকল্লোলে হোমরের ষট্‌মাত্রা।

ঐ মহাসমুদ্রের

ঐ মহাসমুদ্রের অশান্ত গর্জন
দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে চলে, আসে,
চ'লে যায় যাত্রীদল
বোঝাই বা খালি নৌকা বা স্টীমার,

আমরাও, আমরা সমুদ্রে ছলি, ভাসি, ডুবে যাই
অন্ধকার হিমস্পর্শে সমুদ্রের অগণন জীবনে জীবনে
হাঙরের তিমির শিকারী, হয়তো শিকার।

তবু দেখ তোমার ভিখারী
এসেছি তোমারই পাশে, নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
দেখেছি তোমারই চোখে, অমর মহিমা
তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে
সময়ের তীর ধুয়ে' ধুয়ে'
চূর্ণ ক'রে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তের সংহত ফাল্গুনে,
—এই তো দুপাশে মহাসমুদ্রের অস্থির গর্জন গতির প্রচণ্ড হর্ষে—
এসেছি তো তাই
তোমার বাহুতে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ নীল শীতল লাগুনে ॥

সমুদ্ররেখা

(১)

বৃষ্টি কোথা ? রৌদ্রে ঝরে শিলা, কিংবা আগুনে তুষার,
প্রবল প্রপাতে ছুটি, অন্ধ চোখে বালি অবিরত,

পার্থের পৃথিবী নগ্ন দুঃশাসন দুর্বার মরুতে—
বালিতে ছুটেছি—ব্যর্থ বর্তমান জীবনের মতো।

ছায়া কোথা ? শুধু সোনা পুড়ে পুড়ে বালিতে নিষ্ঠুর,
আমাদের জীবনের মতো ব্যর্থ, লবণাক্ত জলে।

হঠাৎ বালির যুগ শেষ হল ; মিলনে বিধুর
ডোবাই সমগ্র সত্তা নীলাম্বরী ঢেউয়ের আঁচলে।

(২)

দগ্ধ দিন দূর স্মৃতি—অতীতের জীবনের মতো,
কে ভাবে দুপুর গেছে দুঃস্বপ্নের মরুদাহ জ্বেলে !

শীতল আশ্লিষ্ট হাওয়া আবেগে বলিষ্ঠ, অবিরত
আমার হৃদয় খোলে নীল অন্ধকারে মেলে মেলে,

আকাশ বিছায় লক্ষ লক্ষ হাতে আকাশের নীল,
ঢেউয়ের পাপড়িতে জ্বলে লক্ষ লক্ষ তারার শিশির,

রাত্রিতে সমুদ্রে মেশে মানবিক প্রথম নিখিল,
আমরাও—মন আর হাওয়া আর ঊর্মিল শরীর ॥

রূপান্তর

তুমি কি চ'লে গেলে ভিন্ন দেশ ?
দু' হাতে দিয়ে গেলে ভোরের গান,
দিনের পর দিন শুনি সে রেশ,
চৈত্র-স্মৃতি হল রৌপ্যকেশ,
আমার দিন হল যে অঘ্রান।

দু' হাতে ভরি হিমে লালগোলাপ,
পাহাড়ী হাওয়া প্রেম, তার আবেশ
জীয়ায় মাটি যেন শিকড়ে তাপ।
কার যে স্বাধিকার ! ভোগ্যশাপ
কেন যে ! কবে হবে বর্ষশেষ ;
ক্ষান্ত ফাল্গুনে বিপ্রলাপ !

তুমি যে গেলে, জানো তুমিই দেশ ?
তুমিই আশা, তার তাই প্রতাপ।
দিনের পরে রাত ছদ্মবেশ,
মাটির মতো জাগি, হিম আবেশ
ঝরাই ডালে ডালে, তোমারই তাপ
হৃদয়ে ধ'রে রাখি, সে আশ্লেষ
মল্লিকায় আনে লালগোলাপ ॥

এড্গার এলন্ পো-র সম্মানে

সাবিত্রী! তোমার রূপ আমার নয়নে
প্রাচীন ময়ূরপঙ্খিসম, মনে হয়,
সুগন্ধ সমুদ্রে চলে মন্থর গমনে,
শ্রান্ত দীর্ঘ পথক্লান্ত প্রবাসীকে বয়
আপন স্বদেশে তার একাগ্র তন্ময়।

কতো না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, সারস্বত মুখ,
নির্ঝর তোমার লাস্য ফিরায়েছে ঘরে
মথুরার অলৌকিক গৌরবে উন্মুখ,
বৈভবের ইন্দ্রপ্রস্থে অমর আখরে।

ঐ! দেখি সমুজ্জ্বল গবাক্ষবেদীতে
তোমাকে প্রতিমাসম আভঙ্গে নিশ্চল,
মর্মরপ্রদীপ হাতে নিথর অঞ্চল!
আহা! মনসিজে! জ্বেলে দিলে ধরাতল
স্বর্লোকের পুণ্যময় জ্যোতিষ্কসংগীতে ॥

মেলালেন তিনি মেলালেন—২১শে জানুআরি

দু' কানে আসে গান তো নয় সমুদ্র
ক্ষুধার রাগে অনাচারের জ্বালায়।
গৌরী দেখ মানসহ্রদে কি রুদ্র
তুফান তোলে, কিরাত দূরে পালায়,
হৃদয়ে গান থমকে যায়, মাতে
লক্ষ লোকে কালের সন্ধ্যাতে।

মেলাও কবি লক্ষহাতে মেলাও।

এখানে দিনরাত্রি নীলা ঠিকরে
মাটির ঢেউ চুনিতে আর পান্নায় ;
ইন্দ্রনীল মরকতের শিখরে
ছায়া ঘনায় বঞ্চিতের কান্নায়,
গন্ধবহ থমকে যায়, মাতে
সকাল থেকে রুজির সংঘাতে।

মেলাও ছবি একতারাতে মেলাও।

হিমালয়ের নামল চূড়া সমুদ্রে,
লগ্ন যেন নামে অমোঘ বজ্রে,
অথচ ধীরে বৃহতে কিবা ক্ষুদ্রে
পাহাড় যেন প্রজ্ঞা আর ধৈর্যে,
ত্রিকাল যেন থমকে যায়, মাতে
ইতিহাসের দীপ্ত ইস্পাতে।

কোটি কোটি হাতে কৈলাস এক মেলালেন।

যামিনী রায়ের এক ছবি

(পটলের জন্য)

কেবলই কি লয় কাটে ? জাগে মরণের মরুভূমি ?
মাথার রুপায় ঢাকে হৃদয়ের স্বর্যঘটে সোনা ?
সদা ভয় কে যে যায় সে কি আমি অথবা সে তুমি,
তাই রাত্রি হিরণ্ময় তাই দিনগুলি জোড়ে বোনা ?

আকাঙ্ক্ষার সূর্যোদয়ে মেলে নাকি সন্ধ্যার আরতি ?
তোমার আমার গানে প্রেম-মৃত্যু বিবাদী মূর্ছনা
একাকার, কৈলাসে যেমন এক উমা আর সতী—

এ দ্বন্দ্ব ব্যাপ্ত যে সারা জীবনেই, গঙ্গা আর গোবি।
চোখে কানে ভ'রে দেয় ঘ্রাণে-ঘ্রাণে প্রকৃতি সুন্দর,
অথচ সমাজে জীর্ণ স্ববিরোধে অপ্রাকৃত ক্ষতি,
অথচ কুৎসিত গ্রাম শহরের জীবন বর্বর !
প্রকৃতি বৃথাই গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর
চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।

ত্রিকালের তিন তালে গড়ো তুমি একটি ভৈরবী ॥

কোণার্ক

(অশোক মিত্র-কে)

(১)

আকাশে বালিতে সূর্য আদিগন্ত উন্মুক্ত মুখর কলরোলে,
চোখে সূর্যমায়া জ্বলে, কানে বাজে নির্মাণের জনতার হাসি,
মাকাড়া মুগ্‌নী আর্‌ বেলে পাথরের নৃত্যে করতালে খোলে
জীবনের সাধারণ্যে আনন্দের তীক্ষ্ণ সুর ওঠে পাশাপাশি

নির্মাণের জয়ে জয়ে, মানুষের জয়ে জয়ে ; ভাস্কর স্থপতি
এ দেশের মানুষেরই প্রাণসূর্য উঠে যায় আকাশে আকাশে,
অনড় পাথরে এই জড় পৃথিবীর দেহে যেন বা উদ্ভাসে
লক্ষ লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি।

ওরা কারা ? শূন্যজয়ী কারা ওই ভ'রে দেয় শূন্যের কলস ?
জীবনে সহস্রদলে কারা ওই ফুল তোলে, নেই মৃত্যুভয় ?
এরা কি সবাই বীর, প্রত্যহের অশ্বারোহী, কর্মী অনলস,
সবাই অপরাজেয়, জীবনে নির্মাণে এক সংহত তন্ময় ?
তাই বুঝি মধ্যাহ্নের চন্দ্রভাগা ব'য়ে যায় কোণার্কে অম্লান,
চোখে ভাসে সমুদ্রের এদেশের সেকালের মাল্লাদের গান।

(২)

স্তব্ধ সন্ধ্যারতি, মরু নিয়াখিয়া, বাসরের রাত্রি হর্ষহীন,
আমাদের জীবনের চূড়া নিত্য ধূলিসাৎ, পরাজিত দিন।

বরঞ্চ, অহল্যাচিত্ত রূপান্তরে হোক ঊর্ধ্বে পাষাণ-দেউল :
আমি রই খিলানের আলম্বিত শূন্যাবর্তে খোদাই কিন্নর,

যে শূন্যে কিছুই নেই, যেখানে বিরাজে শুধু প্রহর প্রহর
যন্ত্রণাই, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্, প্রত্ন পৃথিবী পৃথুল :
যেখানে পাথর ক্ষিপ্র নৃত্যরূপে ঊর্ধ্বশ্বাস, বিরাটে বিলীন,
যে বিরাট দিবারাত্রি আলো-অন্ধকারে নিত্য দুহাত বাড়ায় ;
কেবল চরম এক বিদায়-উদ্গ্রীব মুখ, শেষ আকাঙ্ক্ষায়
সত্তার দুর্দম্যবাক্ সমুদ্রের ঢেউ-এ ঢেউ-এ ত্রিকাল-মসৃণ ;

কেবল নিছক এক পাথরের মূর্তি, তবু আন্তর আভাস
স্বত মাধ্যাকর্ষে মানে স্বপ্রতিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সুষমাগম্ভীর—

সে মৃদঙ্গে করতালে যেই শূন্য মহাকাল নিঃসঙ্গ আকাশ
নীরবে আঘাত হানে, হর্ষে হর্ষে বেজে ওঠে কোণার্ক-মন্দির।

(৩)

সচকিত নারিকেল, ঝাউবীথি জেগে ওঠে, সমুদ্রের তালে
সূর্যের মন্দিরা বাজে, চোখে কানে মর্মে মর্মে মর্ত্যের জীবন
নিঃসঙ্গ কোণার্কে তোলে সুন্দরের ঘননৃত্যে মুখর সকালে
কত শিল্পী মজুরের মাঝিমাল্লা কুলিদের কর্মিষ্ঠ গুঞ্জন!
কত না দ্বাদশশত কত শতসহস্রের বাটালি তুরপুনে,
কত লক্ষ মানুষের জীবনের আনন্দের বিস্তৃত আকাশ
পৃথিবী পাথরে বাঁধে লক্ষ লক্ষ মূর্তিভঙ্গে, এককে মিথুনে,
ফুলে ও লতায়, ফলে, পল্লবিত গাছে, শত জীবে! রূপাভাস
আশ্চর্য এ আমাদের দেশের মানুষ দিলে, সূর্যের সমান
প্রবল প্রেমের চোখে সর্বজয়ী জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগে।
গ্রামে গ্রামে শহরে বন্দরে যত বঞ্চিতের এবং বন্দীর
বিজয়ী জীবন তাই শত সহস্রের হাতে রক্তসূর্যে লেগে
অমর ঐশ্বর্যে বাজে শিল্পীর তন্ময় ধ্যানে সৌন্দর্যে গম্ভীর—
নির্মাণে চঞ্চল ভিড়ে জেগে ওঠে কোণার্কের মন্দির-শ্মশান॥

আন্দ্রমিদা

তোমার প্রবল হাতে তুলে দিই এই অবসাদ, আন্দ্রমিদা,
তোমার আয়ত চোখে চোখে জ্বালি আমার বিষাদ,
কালের মশালে ক্ষণিকের এই কালো অবসাদ
তোমার লক্ষ নীহারিকা-জ্বালা চোখে।

উল্কা জাগাও শহরের শবে পাঁচটা-ছটার ট্রাফিকে,
তারায় তারায় জ্বালাও জীবন জীবনেরও চারিদিকে
বিছ্যুতে ধাও নিরালম্বেরও পূর্বাপরে
আকাশের মতো কালের আবেগে নাক্ষত্রিক চোখে।

আশার কার্যকারণ জাগাও ক্লান্তিতে,
বৈকালী করো উষায় মুক্তিসিক্ত,
একটি সন্ধ্যা ইতিহাস করো সারাটা জীবনে দীপ্ত,
যেমনটি হয় পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় সূর্যের চোখে চোখে,
যেমনটি হয় তারায় তারায় লেগে সংঘাতে ক্রান্তিতে
নতুন মানুষ নতুন পৃথিবী নতুন সূর্য, আন্দ্রমিদা।

সে বলে

সে বলে, জীবন হবে নাকি ছুঃসহ,
সাবিত্রী নয়, বেহুলাও নয় তুল্য :
সে নাকি মৃত্যুনাট্যে সতীর মূল্য
দিতে চায় তাই একান্তে অহরহ।
আমার প্রেমের পাথেয়ে সে হাতে হাতে
ছেদ দেবে শেষ ফুলশয্যার রাতে।

বলি, তাই হোক, নিঃসঙ্গের দিন
আমাকেই দিও, করব না আমি শোক,
মৃত্যুর কাছে দেব না কিছুই ক্রোক :
বঞ্চিত রাগে ত্রিভঙ্গে হবে লীন
ইলোরার গায়ে ত্রিকালহন্তা যম,
তোমাতে আমাতে মিলবে কালের সম।

অন্তত এই বলব—আজকে রোখ্,
জানি না সেদিন কি বলব তুমিহীন

গুপ্তচর মৃত্যু

তোমার অভাবে আজও বেঁচে আছি
নিত্যই অভাব
মেঘের যেমন রৌদ্র প্রতিদিন,
কখনও কখনও অবশ্য শ্রাবণ আসে,
তাতার সওয়ার কখনও বৈশাখী,
ভাদ্রের কিংখাবে হাসে কখনও বা হালকা আশ্বিন,
কখনও পৌষের ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

জানি আছ, সেই ঘর আছে,
আজ-ও উঠানে নিমগাছে আলোছায়া ধরো,
দালানের কোণে সেই আরামকেদারা পাতা,
মাথা ধুয়ে মেল এলোচুল
আর, ভ্রমরের গান করো।
রক্তের স্বভাবে তবু থরোথরো তোমার অভাব,
মেঘের যেমন রৌদ্র কিংবা শিকড়ের
যেমন হাজার শাখার পাতার স্তব্ধতার এবং ঝড়ের।

তাই কি করে না ভয় যতই বয়স
চলে এক অর্থহীন প্রাকৃতিক অস্তিমের দিকে?
এই তো তোমার ঘর, তোমার আস্‌বাব
তোমারই সকাল-সন্ধ্যা, চারদিকেই অনুপম তোমার প্রভাব;

তবুও অভাব, একটি মানুষ জানে আরেকের,
সদাই অভাব স্বভাবের হাড়ে হাড়ে মেঘে রৌদ্রে
রৌদ্রে ঝড়ে শিকড়ে শিকড়ে।
প্রতিদিন গুপ্তচর মৃত্যু যাই দেখে, ঠেকে শিখে ॥

এবং লখিন্দর

হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী !
তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
কখনও জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি।

তোমার উৎসে স্মৃতি করে যাওয়া-আসা,
মনে মনে চলি চঞ্চল অভিযানে,
সাহচর্যেই চলি, নয় অভিমানে
আমার কথায় তোমারই তো পাওয়া ভাষা।

রক্তের স্রোতে জানি তুমি খরতোয়া
ঊর্মিল জলে পেতেছি আসনপিঁড়ি,
থৈথৈ করে আমার ঘাটের সিঁড়ি,
কখনও বা পলিচড়াই তোমার দোয়া।

তোমারই তো গান মহাজনী মাল্লার,
কখনও পান্সি-মাঝি গায় ভাটিয়ালি,
কখনও মৌন ব্যস্তের পাল্লার,
কখনও বা শুধু তক্তাই ভাসে খালি।

কত ডিঙি ভাঙো, যাও কত বন্দর,
কত কি যে আনো, দেখ কত বিকিকিনি,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী,
কাঠ খড় ফুল—এবং লখিন্দর ॥

তবু কেন

হৃদয়ে যে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে সারাদিন-রাত,
রক্তের মাটিতে শুনি রিম্‌ঝিম্‌ সে আকাশ-গীতা,
সেই ছন্দ তুলে তুলে গড়ে যাই আনন্দ-সংহিতা ;
তুমিই আকাশ তুমি রোদসীর মেদুর প্রপাত ।

তবু কেন মরুভূমি ধেয়ে আসে বাংলা জীবনে,
তেপান্তরে নিঃস্ব পাণ্ডু আম-জাম-কাঁঠালের বন,
একান্তের নিষ্ঠা কেন থেকে থেকে বিমুখ ? উন্মন
সত্তা হয়ে ওঠে স্বার্থ, সিমূমের বালুকাবীজনে ?

মতান্তর বুঝি আমি, কিন্তু কেন এই মনান্তর ?
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের তাপ জানা আছে গাঙ্গেয় আলোকে,
আছে চেনা বর্ষভোগ্য বিবর্ণতা বৈধব্যের শোকে,
কিন্তু কেন বকুলের বনে ফণী-মনসা প্রান্তর ?

অবিচ্ছিন্ন গান কেন করে দাও গৌণ অবান্তর ?
মনে হয় কী নির্বোধ ! বৃথা গেছি আজীবন ব'কে !

পরিক্রান্ত

বহু দীর্ঘ পরিক্রমা, নীল কন্যাকুমারিকা থেকে
নদনদী মাঠক্ষেত পাহাড়পর্বত পার হয়ে
ডিঙিয়ে অগস্ত্যবিন্ধ্য, মুক্তির গাহনে গঙ্গাজলে
লঘিমা সর্বাঙ্গে মেখে ধূর্জটির জটা বয়ে শেষে
মন্দাকিনী নির্ঝরের শীকরবীজন ভূর্জবনে
এসেছি, এখানে হাওয়া স্বচ্ছ নীল অণিমা বিথারে,
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি দেয় থেকে থেকে ঈথারে নিঃশ্বাস ;
তনুবায়ু দিবাস্বপ্নে ভাসে দেখি স্থবির বৃদ্ধের
সম্পূর্ণ স্মৃতির রাত্রি আসমুদ্র হিমাচলে স্থির :
কন্যাকুমারিকা থেকে অভিযাত্রী আমি ক্লান্তিহীন
এবারে পৌঁছাব বুঝি কৈলাসের দিন পার হয়ে
সাংপোর উৎসের জলে সর্বগ্লানি রতির রোদনে
ধুয়ে দেব, শুভ্র হিমে আমৃত্যু রইব শুধু চেয়ে,
সৌন্দর্যে বিধুর শুদ্ধ, পার্বতীতে যেমন গিরিশ।

এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে

সে-গ্রাম একান্ত চেনা, থেকে থেকে মন চলে যায়।
সেখানে এখন বুঝি পলাশের আগুনের কাল,
মহুয়ায় রিক্ত বন প্রাণ পায় গোছা গোছা ফুলে ;
এখন সেখানে জানি কী সবুজ শালের ডাঙায় !
সেখানে পালায় মন, হাওয়া কাঁপে আমের বউলে,
গলিতে গলিতে শ্বাস রুদ্ধ করে আসন্ন কাঁঠাল।

শঙ্করের মন যায় থেকে থেকে ছোটো সেই গ্রামে,
থেকে থেকে মনে আসে রূপ-রস-গন্ধে বসুন্ধরা,
মনে পড়ে সেই মাঠ, তালদীঘি, টিলা সার সার,
যেখানে আকাশ মেলে সূর্যাস্তের আশ্চর্য পসরা,
যেখানে মানুষ বাঁচে নিতান্তই কড়িকেনা দামে,
এক বেলা ভাত পেলে ভাবে সেও সৌভাগ্য অপার-

তবু বাঁচে গিঁটে গিঁটে মৃত্যুহীন রক্তিম পলাশ।

রূপসী পৃথিবী আর চেনাশোনা লোক সেই গ্রামে—
সৌন্দর্যে ব্যথায় তীব্র স্মৃতি হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

শান্তি নেই জীবনের এ-বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে ॥

চৈত্র হাওয়ায়

অড়রের ক্ষেতে রৌদ্রের চড়া সোনা,
এদিকে ওদিকে পলাশেরা দৃঢ়বাহু
সিঁদুর কিংবা আবীর-খেলায় মাতে,
—তোমারই হাসি কি বিলাসী চৈত্র-হাওয়ায় ?

রাতের পাহাড়ে নীলিমা শোধে কি দেনা ?
ঘন জ্যোৎস্নায় এ কী বা স্মৃতির দাহ !
তোমার কাজের তিমিরে কি কোনো মতে
লেগেছে আগুন আমার মনের ছোঁয়ায় ?

যেখানেই যাও, তোমার কাজের দেশে
যতই না তুমি ভূগোলে হারাও দিশা,
আমি তো শুধুই একখানি মেঘ ; চলি,
সাতসাগরের সন্ধানে ভাঙি গলি,

এগ্রামে ওগ্রামে শহরে পাহাড়ে মাঠে
বালির পাড়ের ক্লান্ত নদীর ঘাটে
তোমার মুখের ছবিই আমাকে ধাওয়ায়।

তুমি সেই কোথা ট্রামে বা ভর্তি বাসে
ভাবো : প্রকৃতিকে আনব শহর ঘেঁষে ;
গ্রামদেশে দেবে নবনাগরিক ভাষা।
তাই আমি ভাবি : মাঠের ঢেউয়ের দেশে
তোমারই চলা কি সচ্ছল সুখী হাওয়ায় ?

বৈশাখী মেঘ

হাওয়ার রথে বৈশাখী মেঘ ডাক দিয়েছে তোকে
উঠ্‌ল বুঝি উড়ল হৃদয় দ্যুলোকে স্বর্লোকে
সকল হার হার মেনেছে প্রাত্যহিকের সুখে-দুঃখে-শোকে—

কে বলে ঐ আশা্‌র গান ডাক দিয়ে যে জাগায় প্রাণ ও কে ?
ও কি শুধুই হাওয়ার হাঁক ও কি শুধুই ঝড়-ঝরানো গান ?
দগ্ধদিনে প্রাণ বিলায়ে মাটির গায়ে গন্ধ এনে এ কার আহ্বান ?

আকাশ ! দাও শরীরে হিমহর্ষ
পৃথিবী পাক্‌ নীলের হিমস্পর্শ

জীবনে ধুয়ে দাও বিপ্রকর্ষ
বৈশাখীতে ক্লৈব্য যাক্ হৃদয় অম্লান

জীবন যদি আকাশ হ'ত আর
মানুষ যদি পৃথিবী হ'ত তবে
জীবন হ'ত হাওয়ারই মতো কবে
বৈশাখীর মেঘের বিপ্লবে

জীবন আহা জীবন শতবার
প্রবল প্রেমে বজ্র উৎসবে
নতুন জলে শান্তি শতধার

আমাদের গ্রীষ্মে দাও স্বচ্ছনদী তালদীঘি দাও
বাঁধে বাঁধে বেঁধে দাও বৈশাখকে শতক্ষেতে খালে
শহরে শহরে ছায়াবীথি দাও অরণ্য জাগাও
সারা দেশে সরসতা আনো ফুল ফলের বাগানে
জীবনের রূপ দাও প্রতিদিন সকালে বিকালে
অসহ্য এ দগ্ধ ধুলা হে আকাশ ধুয়ে দাও মানুষের
প্রকৃতির গানে॥

তাই শিল্পে

তাই শিল্পে সত্তা শুদ্ধ ; তবু জানি জীবনই আকাশ,
শিল্প শুধু মেঘ, জ্যোৎস্না, মাঘী রৌদ্র, আষাঢ়ের ধারা
শিল্প শুধু ইতিহাস, মুহূর্তের তোরণে পাহারা ;
তড়িৎ মুহূর্তমাত্র, যদি বলো জীবনই অভ্যাস।

আমাদের প্রত্যহের বিড়ম্বিত দিনগুলি ঝরে
ফাল্গুন পাতার মতো, চৈত্রে কোনো রাখে না আশ্বাস ;
আমাদের তুস্থতার গ্লানি ওড়ে ধুলার বাতাস ;
পরাগ ওড়ে না কোনো সৃষ্টিময় বসন্তমর্মরে।

জীবিকার ব্যর্থতায়, তিলে তিলে নিত্য আয়ুক্ষয়ে ;
দৈনন্দিন বিকারের মজ্জাগত আনন্দের ভয়ে
কোটি কোটি লোক বাঁচি, নাকি মরি, শাসনে শোষণে ;
তাই, থেকে থেকে খুঁজি জীবনের তন্ময় ভাষণে,
প্রেমে, সখ্যে, প্রকৃতি বা সংগঠনে,—মানুষের জয়ে,

শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে ॥

হেমন্ত

১

লালমাটি ওঠে নামে, সুর যেন, পরতে পরতে
বেয়ালায় পরদায় পরদায়। এদিকে কালোর খাদে
চেলোর বিষাদ আর অন্যদিকে ভিয়োলার হাসি
এলায় জর্দায় মাতে উদারা-তারায়। আর হঠাৎ হঠাৎ
ঐ ধানে ধানে বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ চঞ্চু সবুজের বাঁশি।

এ আকাশ মহাসভা পৃথিবীর কতো না রঙের
শত শত বর্ণাভাসে এ যেন বা অর্কেস্ট্রা বিরাট !
একত্র, সবাই এক সঙ্গীতের সংঘে বদ্ধ,
তন্ময়, মননে এক ; কেউবা বাজায়, মুখে দিব্যহাসি,

বিভোর বিহ্বল ; কেউ প্রতীক্ষায় তীব্র, কোথায় সে
দূর্বাদলে কখন বাজাবে তূর্য ; কেউ থেকে থেকে
পল্লবিত শিঙা ধরে ; কেউবা বাজায় পুষ্পিত মন্দিরা—
সবাই নিবিষ্ট, এক লক্ষ্যে গাঁথা—কেবা মুখ্য কেবা গৌণ !
যে যার অংশেই পূর্ণ সমগ্রের সংহতিতে
পরস্পরে, প্রত্যেকেই, সবে মিলে একটি সঙ্গীত।

কবে যে নামাল মাটি সপ্তরথী ইন্দ্রধনু—নাকি সে মানুষ
আপন চেষ্টায়
ভাঙল রঙের কেল্লা রাঙাল পৃথিবী আনন্দে ইন্দ্রিয় ?

আমার ছুটির দিন চলে চেয়ে চেয়ে অর্কেস্ট্রায়
আকাশ আসরে শুনে শুনে
চোখে কানে ঘ্রাণে এক সঙ্গীতের মহিমায়
উপমায় আশায় গভীর,
লালে নীলে সবুজে হলুদে আদিগন্ত চলে বেয়ে ;
মোড় ফিরে বৃত্তের নিটোলে দীর্ঘ ঋজু শালকুঞ্জ ওঠে গেয়ে,
আর ঐ তারই পাশে
আমাদের তন্বীশ্যামা পৃথিবী পিনদ্ধ নাচে টিলায় টিলায়
মৃদঙ্গের বোলে বোলে আবেগে মেদুর।

২

চাঁদের আলোয় অঝোর দুঃখে বাতাসের হাহাকার,
বিরাট আকাশে একটি শূন্য হৃদয়,
পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে বেড়ায় হিমের বাদল রাতে
মেঘের আড়ালে বিধবা আলোয় হাতড়িয়ে যায়,
বৃথা খুঁজে মরে, মাঠে মাঠে কান পাতে,
সান্ত্বনা নেই তার।

জানলায় ডাকে দুরন্ত হায়-হায়
কান্নার হাওয়া মাইল-মাইল ব্যেপে,
এ কি ক্রন্দসী কাঁদে ? নাকি কাঁদে মাটির হৃদয় :
সে কোথায় সে কোথায় ?
ঝড়ের বাষ্পে বন্যার বেগে কোথা তার আশ্রয় ?
তাই কি আকাশে বিদ্যুৎ ওঠে ক্ষেপে,
এদেশে ওদেশে যায় ?

দিনে চোখে ফোটে উপোসী মানুষ, পৃথিবীর সাতরঙে
প্রকৃতির গান ছাপিয়ে ছাপিয়ে হাড়ে হাড়ে বাজে
দাঁতে-দাঁত অভিযোগ,
গ্রামে গ্রামে রোজ অভাব আদুল গায়ে
ঘুরে ঘুরে চলে আমাদের পায়ে পায়ে : জীবনই যেন বা রোগ,
শিশু বা বৃদ্ধ মেয়ে বা পুরুষ সবই এক দুর্ভোগ।
তাই তো ছুটির গ্রাম্য-সন্ধ্যা অন্ধকারের সঙ্গীত
উপছে উপছে ওঠে শহরের দেশজোড়া শত কান্নায় !
কবে যে মানুষ প্রকৃতির রঙে সাজবে,
এ গ্রাম শহর আর নয় !

অত্যাচারের অমোঘ নিয়মে সুখী-অসুখীর বিচ্ছেদ ভেঙে
কবে যে সবাই বাঁচবে !

জন তিনেক ভগ্নহৃদয়

১

তুমি যেন দুনিয়ার সুয়োরানী মুহুর্মুহু গোসা,
রাগ ভয় লজ্জা আর অশ্রুজলে নৈপুণ্য অশেষ,
চোখে মুখে চলচ্চিত্র, হলিউডে মেশাও স্বদেশ,
বেশভূষা প্রসাধনে মুগ্ধ হই বাঙালী ছাপোষা,

আমরা সবাই তাই সারা সন্ধ্যা ঘুরি যেন মশা
তোমায় গুঞ্জনে ঘিরে, সারা ঘরে ভারী তার রেশ,
তুমি তার মাঝে আনো ক্লান্তিহীন ক্লান্তির আবেশ,
তোমার হৃদয় যেন জগদীশ বসুর মিমোসা।

অথচ একটি মেয়ে তুমি শুধু, নিরবধিকাল
বিপুল পৃথ্বীতে ভাবো অগণন কত কোটি মেয়ে,
তুমি তারই একজন, তোমার শরীর, মুখ, স্বর
তোমার কৃতিত্ব নয়, আপতিক জীবতত্ত্ব বেয়ে
তোমাতে থমকেছে মাত্র, তাও শুধু কয়েক বছর।

তোমার বর্ণাঢ্য দম্ভে দেখ অধোবদন ত্রিকাল॥

২

এই দুর্বিপাকে, প্রিয়া, তোমাকেই করি আমি দায়ী,
কারণ আমি তো দাস, অথবা ভক্তই বলা চলে
তোমার চরণে নত, যদি পাই দাসত্বশৃঙ্খলে
তোমার সান্নিধ্য, পাই অন্দরের বন্দীশালে ঠাঁই,
কিংবা যদি মন্দিরের অন্ধকারে দেখি নিত্যশায়ী
কখন জাগেন দেবী নামেন আবিষ্ট কৌতূহলে।
মোট কথা তুমি কর্ত্রী, আত্মদান করেছি কৌশলে,
অর্থাৎ আমিই জেনো নই হৃদয়ের ব্যবসায়ী,
তুমিই হিসাব করো, আমার হৃদয় ভাবো পণ্য,
এদিকে ওদিকে তাই ঘোরো ফেরো যাচাই-এর লোভে,
এমন-কি ঝুটামাল জহরৎ ভেবে প্রায়-কেনো,
হয়তো কিনেই ফেল, যা হোক সে কথা লাজে ক্ষোভে
বলাও সঙ্গত নয়; আজ যবে খাঁটি হীরা চেনো,
তখন প্রেম ও মৃত্যু উভয়ে সতীন, আমি ধন্য।

৩

মুক্তির সংবাদ আনি, পুরস্কার কি দেবে প্রেয়সী
ভ্রমর-চুম্বন, নাকি দেবে প্রজাপতির চুম্বন ?
বক্ষে ঠাঁই দেবে শেষে আনন্দিত করব গুঞ্জন ?
তাই তো আবার দেখ তোমার ঘরের পাশে বসি।
জানি আমি বহুদোষে শ্রীচরণে হ'য়ে আছি দোষী,
দীর্ঘকাল ক'রে গেছি ভুল সুরে অরণ্যে ক্রন্দন,
আমার অশ্রুও জানি যুগিয়েছে তোমার ইন্ধন,
তোমার উৎসবে প্রিয়া কতদিন থেকেছি উপোসী।
আজকে আমারই জয়, আমি আনি মুক্তির সংবাদ,
দূর স্মৃতি হয়ে যাব, তুমি যদি হঠাৎ উন্মনা
ভাবো : আহা যাই হোক্ বেঁচেছিল হোক্ না অবুঝ
স্মৃতির একান্ত শূন্যে ভরে যাবে আমার প্রসাদ ;
আর যদি নাও ভাবো, তাহলেও ভুল বুঝব না :
প্রেত কবে, তুমি বলো, ভাঙে-গড়ে প্রেমের ত্রিভুজ !

একাদশী

তোকে দেখি, মেয়ে, মনে মনে হয় ভয়
শৈশবের শেষে যেন আসন্ন জীবন
ছেয়ে না ফেলে রে তোর আনন্দতন্ময়
অঙ্গের লাবণি আর বিহঙ্গম মন।

দুই চোখে টলোমলো আকাশের ছুটি,
কখনো সফরী ছোটে, কখনো খঞ্জনা,
কুঞ্চিত কুন্তল দেখে ভ্রমর ভ্রূকুটি,
হৈমবতী সারা গায়ে মেজে দেয় সোনা।

তোকে দেখি ; হাত রাখি মাথায় আদরে
আর হয় অনায়ত্ত জীবনের ভয়।
একাদশী ! রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে
আজীবন সন্তশুচি থাকিস্ তন্ময় ॥

সনেট

আমি তো ছিলাম শূন্য তেপান্তরে উদ্বাস্তু পাথর,
নিকষ পাহাড় কিংবা টিলা, কিংবা, বলা যায়, ঢিপি,
তুমি শুরু ক'রে দিলে তোমার শকাব্দে শিলালিপি :
আজ যদি যাও তবে মুছে যাও সমস্ত স্বাক্ষর।

আমি যা ছিলাম, একা, অবিচল, পাললিক শিলা
তাই শুধু রেখে যাও, নিয়ে যাও দীর্ঘ ইতিহাস,
যাবে যদি যাও দূর ইন্দ্রপ্রস্থ মথুরা মিথিলা,
আমার আদিম সত্তা নীল শূন্যে ফেলুক নিঃশ্বাস।

না হলে অন্তত ভাঙো তোমার খোদাই সব স্মৃতি,
ভেঙে ভেঙে ছারখার ক'রে দাও ভাস্কর্য-বাহার,
আমাকে ছড়িয়ে যাও ইতস্তত: বৃষ্টির আহার,
ভেঙে যাব ঢল-স্রোতে, ভেসে যাবে বাস্তু কালচিতি।

কোথায় পালাবে তুমি, তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়,
ধূর্ত অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড় ॥

তুষারে আগুন জ্বালে

'For the sweetest, wisest soul of all my days and lands—and this
For his dear sake.—'

—WHITMAN

তুষারে আগুন জ্বালে, অন্যহাতে ঢালে মানুষের প্রেমে
শীতল বাদলধারা শূন্য মরুদাহে। এই ইতিহাস।
প্রেম ঘৃণার বিদ্যুতে বজ্রে সমস্ত আকাশ
একাকার করে দিলে একটি নিশ্চিত নীলে।
শুনি তারই রিমঝিম শব্দের আখর দূর দেশে যুগান্তরে মনের হরিষে।

মানুষের দ্বন্দ্বের জগতে, ক্ষমতার সংঘর্ষে অটল
সে মানুষ, সে আকাশ, মৈত্রীর ক্রন্দসী তার একাগ্র দৃষ্টিতে।
স্থিরলক্ষ্য করুণায়, বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাতে
প্রচ্ছন্ন সংহত এক আলিঙ্গন আবিশ্ববিস্তৃত,
ইতিহাস বিরাট ললাটে ত্রিনয়ন, নির্নিমেষ দুই চোখে
মানুষের ভালোবাসা, সর্বমানুষের একাত্ম চেতনা।

বৃথা হত্যা, উন্মাদের বৃথা চেষ্টা।
ইতিহাস কে কার গুলিতে ভেঙেছে কখনও ?
পৃথিবীর মানুষ অমর, চোরাগুলি বৃথা তাই।
একটি মানুষে, দুই চোখে জর্ডনের জল ফাঁসিকাঠের উপরে
সংবৃত ও বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাত বিথারে শান্তির ছায়া
বোধিদ্রুমে শাখায় পল্লবে অক্ষয় অমেয়।
ত্রিনয়নে ইতিহাস, আলিঙ্গন দুহাতে সংহত।
মৃত্যু নেই। বৃথা হত্যা। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস
একটি মানুষে একাগ্র প্রতীক। বৃথা হত্যা।

মৃত্যুহীন প্রাণ, সারা দেশে, দেশে দেশে, সারা বিশ্বে একটি আকাশ
অখণ্ড একটি হাওয়া, চোরাগুলি বৃথা তাই আজ,
(বৃথা যাবে আণবিক দানব-চেষ্টাও, আজ, নয় কাল,)
মানুষ অজেয়, নির্বোধ বিমূঢ় অসহায় আজ সারা পৃথিবীর
সামান্য মানুষ, সাধারণ লোক, অমর আকাশ আজ
প্রতি চিদম্বরে উত্তরাধিকার, সাধারণ্যে জনসাধারণে,
মৃত্যুহীন প্রাণ মাতে কোটি কোটি প্রাণে দেশে দেশে
তুষারে আগুন জ্বালে, মরুদাহে ফলায় ফসল, এই আজ ইতিহাস,
লেনিন অমর কোটি কোটি লোকে, যেন বা কৈলাস
সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, শান্তির প্রেমিক এক জীবনের দোষেগুণে
প্রেমের ইস্পাতে ॥

স্মৃতির গোধূলি

ভেঙে গেল ইন্দ্রধনু,
সূর্যাস্ত মিলায় আসন্নের অন্ধকারে
জীবনে রাত্রির নীল পাহাড়ে পাহাড়ে
সপ্তর্ষিরা নিয়ে এল স্মৃতির গোধূলি।
আকাশে আকাশে অশ্রু,
অরুন্ধতী খুলে' এলোচুল।
আর দুটি চোখ জ্বলে শুকতারা সন্ধ্যার তারায়
চামেলিতে নিস্তব্ধ শিশিরে।

সে কি শুধু দিয়ে গেল স্মৃতির গোধূলি ?
সেই কি দেয়নি বেঁধে হৃদয়ের বাসা
প্রত্যহের সূর্যোদয়ে আর জীবনের
অস্তগামী সূর্যের আলোয় ?

অন্ধকার গ্রামে গ্রামে গ্রামান্ত শহরে
হৃদয়ের আশেপাশে।

তবু তো সে আসে ধীরে ধীরে।
আসা তার পাপড়িতে পাপড়িতে খোলে আশা,
অনির্বাণ চোখ জ্বলে,
যেখানে সন্ধ্যার তারা শুকতারার ভোরে
প্রতীক্ষায় প্রতিজ্ঞায় পরিচ্ছন্ন স্থির ঘাসে ঘাসে,
আমাদের কালজয়ী কান্নার শিশিরে॥

বহুরূপী

এ জীবন বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে নিরাকার;
ঢেউগুলি নিরুদ্দেশ নির্বিশেষ, কোথায় সীমানা!
কার কোথা তীর কোথা তল কোথা দ্বীপ নেই জানা—
এলোমেলো সব ছবি মানুষের অসহায়তার।
তারপরে পৃথিবীর ভূগোলে শিল্পীর মেলে দিশ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে তীরে দেশে দেশে বন্দরে বন্দরে
প্রত্যক্ষে স্বরূপ দেয়, ইতিহাস গড়ে ঘরে ঘরে,
মানুষে মানুষ চেনে, জীবনে শরীর পায় ঈশা।
তখন জীবন ওঠে তীরে ঢেউয়ে প্রচণ্ড নাটক,
ক্রতুকর্ম খুঁজে পাই নাটমঞ্চে বইয়ের পৃষ্ঠায়।
সফেন জোয়ার বাঁধি চীৎকারে কখনো চুপিচুপি,
মুখে চোখে অঙ্গে অঙ্গে মুহূর্তের ক্ষিপ্র বহুরূপী
প্রত্যক্ষের নাট্যে মাতি নটনটী দর্শক পাঠক,
হ'য়ে উঠি ত্রিকালের স্তব্ধ মূর্তি মুহূর্ত-নিষ্ঠায়॥

এক যুগের সংলাপ

১

তোমার হৃদয় আজও চৌমাথায় বাসার মতন,
অবিরাম চলাচল, নানা শব্দ নানা তীব্রতায়
দোতলায় ভেসে আসে, বিকালের খোলা জানলায়
চোখে চলে চলচ্চিত্র, জানোও না কেউ বা কখন
কোনো ছাপ কার ছাপ রেখে যায় স্বপ্নালু স্নায়ুতে,
হয়তো বা ভাবো এল যৌবনের পরম লগন,
একাকীর সন্ধ্যাঘোরে থেকে থেকে শিহরিত মন
মুহূর্তের মূর্তি দেখ জীবনের সমস্ত আয়ুতে।
এই স্বাভাবিক বটে বয়সের এ জলবায়ুতে,
তোমার মেয়েলি সত্তা আধোসত্যে আধোকল্পনায়
এমনি ঘুরুক স্বপ্নে আর প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।
যেদিন আসবে পথ ঘরে উঠে চেনায়-অদ্ভুতে,
সেদিনের কৈলাসের মৃত্যু আর জন্ম-মুহূর্তের
একান্ত প্রহরে জেগে উঠো বাহুবন্ধনে মুক্তের॥

২

সেদিন গোলাপবনে বসন্তবাহার,
কেটে কেটে তুলে আনি বাইশটি ফুল,
সাজাই সযত্নে বন্ধু টেবিলে তোমার,
বহুমূল্য ফুলদানি, চিত্রিত বর্তুল।

বাইশটি গোলাপের বর্ণাঢ্য সৌরভে
সাজাই তোমার ঘরে নশ্বর যৌবন,—
শুনি প্রেম চিরজীবী আপন বৈভবে,
কুসুমের মৃত্যু দিয়ে পাই যদি মন॥

৩

বাজাবে বাজাও তবে নানা স্থর ভিন্ন ভিন্ন তারে,
সত্যে-স্বপ্নে কল্পনায় মানসের আন্‌মনার গৎ,
তোমার সত্তায় সখী সবই স্বাভাবিক ও মহৎ।
তবু জানি কোনোদিন কোনোক্ষণে কানাড়ার রাতে
কিংবা বুঝি রামকেলির শিশিরের শীতল আভাতে
তুমি আত্মহারা হবে অন্ধকারে একাগ্র উৎসুক,
বাজাবে বিহ্বল তুমি, জানবে না কোন ছিন্নতারে
নক্ষত্রের পায়ে পায়ে এসে গেছে স্তব্ধ আগন্তুক ;
দিও তাকে ভৈরবীতে নিঃশব্দ তীব্রতা দুই হাতে,
বক্ষে নিও, সে তোমার সর্বস্বের ভৈরব ভিক্ষুক ॥

ধুধু মাঠে লাল হাওয়া সারাদিন বয়
ধুলায় ধুলায় কত না পরাগ ওড়ে
বউল ঝাম্‌রে ঝরে আর উড়ে যায়
সারাদিন ধ'রে পুবের গলির মোড়ে
নিমের পাতার কাঁপন প্রতীক্ষায়
সে কার জন্যে সারাদিন হাওয়া বয়
তারপরে হাওয়া নেমে যায় গোধূলিতে
দগ্ধদিনের ধুলার জীবন রাঙে
দূরের মজুর মন্থর পথ ভাঙে
অন্ধকারের অদৃশ্য মৃদু তাপে
আবার কিসের আশায় আকাশ কাঁপে
দিনের জ্বালা কি ছড়াবে সে রাত্রিতে
সারাদিন কেন মিছে লাল হাওয়া বয়
তাই কি রাত্রি আতপ্ত তন্ময় ?

৫

নিরবধিকাল আর পৃথিবী বিপুল—
তার মাঝে দিলে তুমি আমাকে সম্মান,
নিত্যের মর্যাদা নিয়ে নিস্তব্ধ পিপুল
আমি দেখি ক'রে যাও প্রত্যহের দান,
আমি শুনি, স্রোতস্বিনী, দিনরাত্রি গান
অম্লান স্নেহের ভরে, শ্যাম মমতায়
তোমার চঞ্চল দেহে দেখি যে পৃথুল
আমার প্রাণের স্থির শিকড়ের স্নান।
যদি কোনো দিন অন্য পাড়ে আনো বান,
যে গ্রামে অনেক গাছ করবী শিমুল,
কে জানে ফিরবে কিনা নিঃসঙ্গ সোঁতায়—
আমি ডাকব না ব্যর্থ লুব্ধ সমতায়
নিস্তব্ধ নিরম্বু চরে নিশ্চল পিপুল॥

৬

তোমারই ছায়ায় বাসা, দিনরাত্রি তোমারই সংগীতে
মর্মরিত আমার নিঃশ্বাস, শ্যামপত্র সমারোহ
আমাকেও ছায়াঘন করে, তবু মাঘের নিগ্রহ
তোমাকে ভোলায় যদি, উপবাসী তোমার ভঙ্গীতে
যদি ভুলি তোমার স্বরূপ, যদি ভুলি হিম পীতে
শ্রাবণের ঘটা কিংবা ভুলে' যাই বৈশাখী বিদ্রোহ
তোমার সর্বাঙ্গে যবে উন্মুখর ফাল্গুনী সম্মোহ,
আমাকে মার্জনা কোরো, সে ভুল যে করি অতর্কিতে।

যদি বা কখনো যাই গ্রামান্তের নব-হরিতের
সন্ধানে তোমাকে ছেড়ে, যদি যাই অরণ্যের ভিড়ে

সে জেনো ক্ষণিক শুধু স্বভাবের চঞ্চল আতথি,
উন্মনা মুহূর্তে ভ্রান্তি উদাসীন শিথিল শীতের,
আমার প্রাঙ্গণে আমি গৃহস্থ যে তোমারই নিবিড়ে,
তুমি প্রত্যহের নীড়, ঘনিষ্ঠের নিত্য বনস্পতি ॥

৭

জানি তো নই তোমার প্রেমে প্রথম আগন্তুক ;
ষড়জে নয়, ঋষভে নয়, আমার পালা বুঝি
গান্ধারের বাঁধনে শুরু, নাকি সে মধ্যমে ?
খুশিই তাতে, আনোনি তুমি আনাড়ী যৌতুক,
তোমার জ্ঞানে আমার ধ্যানে তাই তো প্রেমে যুঝি
ত্রিকাল-জোড়া দীর্ঘ মীড়ে লয়ের সংগমে।

আজ-ও দেখি হঠাৎ হও উদাস উৎসুক ;
থমকে শুনি, থামবে ভাবি আমার পালা বুঝি,
শঙ্কা হয় বাঁধবে সুর এবারে পঞ্চমে,
নাকি নিষাদে ? আমার প্রেম প্রবীণ ভিক্ষুক
তোমার রাগমালার লোভে সেই বিরাম খুঁজি
যখন তুমি ক্লান্তি-ঘোরে নামবে এসে সমে ;

অন্তহীন ধৈর্য হবে ধন্য, তারে তারে
বাজব শেষ গান্ধারের চরম ঝঙ্কারে ॥

আলেখ্য

(শ্রীমান হীরেন মিত্র-কে)

১

চোখে ঝক্‌ঝকে সূর্যের স্মিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পামীরের পারে।
হৃদয়ে কি তার আরালের স্রোতে সোরাব উজ্জীবিত ?

কথাগুলি তার গান যেন কথাগুলি
ফাল্গুনী যেন মর্মে মর্মে তারা কী আকুল করে!
কে তার কণ্ঠে দিল এই বিস্ময় ?
ঝরা দেশে এই মরা দেশে সে কি করবে বিশ্বজয় ?

ত্বদণ্ড তার পাশে বসা সেও যেন জীবনের অভিযান,
কত উৎরাই চড়াই কত না প্রান্তর,
এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ,
প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ।

তাকে যে দেখেছে, সেই জানে কেন শ্রাবণের
থৈ থৈ মাঠে ফের উড়ে আসে আশ্বিন
মাঘের অন্তে বারে বারে কেন অঙ্কুর
কেন যে লেনিন আগুন জাগান লেনিনগ্রাদের তুষারে

২

চামেলি মিলেছে একটি মানুষে
সান্নিধ্যের প্রসাদে তার নৈরাত্ম্যের নম্র বিষাদ
যেন ধূপে ধূপে ব্যক্তিস্বরূপ কর্মীর মতো কর্মে
প্রাত্যহিকেই নিজেকে পেয়েছে বিলিয়ে বারংবার।

কথা বলে যেন আম-জামে পাতা ঝরে,
যেন বা পাহাড়ে নদীর বালিতে ঝিরিঝিরি সোনা জ্বলে,
নীরবতা তার বাগানে শিশির,
গাছে গাছে লাগে বউল।

চাহনিতে তার যাত্রারম্ভ, নতুন ঘাসের পথ,
দুই দিকে চলে ঋজু ও সুঠাম তাল,
মাঝে মাঝে দৃঢ় শাল কখনো বা পলাশের বঙ্কিমা,
এই ছায়া এই রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

সে যখন পাশে তখন সবাই ভোলে,
চলে যায় আর রেখে যায় শত টুকরা
ছোট ছোট দিনরাতের সজাগ সতর্ক শত কাহিনী—
সে যেন মাঘের রৌদ্রে ছড়ানো আকাশ
মধুর মধুর ব্যাপ্ত বর্তমানে।
আমরাই ঘুরি অতীতে অতীতে মেঘের ভবিষ্যতে॥

৩

চোখে বিদ্যুৎ দীপ্ত স্বচ্ছ নির্ভীক,
সে রেখে এসেছে পাহাড়ে যা কিছু দ্বিধা।
চলায় বলায় তীরের ফলকে রৌদ্রের হীরা ঠিকরে

সে যেন তাতার সওয়ার এক
যেন বা গড়েছে ভাস্কর কোনো গ্রীক,
আতত শরীর এই বুঝি দেবে টঙ্কার!
যৌবন তাকে ডাক দিয়ে যায় নিশ্চিতে,

একটি আস্থা গ'ড়ে দেয় তাকে সিধা পথ।
মনে মনে ভাবি : হে প্রাণের দূত জীবনের দেশে প্রান্তরে
সব রাজপথ পার হ'য়ে তুমি ইন্দ্রধনুকে বাঁকিয়ে
মেঘের উপরে স্বচ্ছ হাওয়ায় জ্বালবে আবার বিদ্যুৎ ?

প্রজ্ঞাপ্রবীণ নয়নে ত্রিকাল উঠবে আবার শিখরে
যেখানে মিশেছে সব সমতল একটি বিজয়ী হাস্যে ?

অনেক দিনের চেনা সে আমার, মন
জানি তার প্রায় নিজেরই হৃদয় সম,
যত কিছু কথা শুনেছি দূর আপন
মধুরতম তো তারই, সেই প্রিয়তম

কাছে যবে থাকে, তবু থাকে কত দূরে,
দূরে যবে যায়, কাছের হাওয়ায় নিশিদিন রাখে ভ'রে
আকাশ যেমন ফাল্গুনে সুরে সুরে।

কতকাল চেনা, তবুও জানা অশেষ
প্রতিদিন তার—আমারও রূপান্তরে,
আমাদের প্রেমে দোহার কাল ও দেশ।

আমাদের প্রেম খরতোয়া আর দুই পাড়ে ধারে ধারে
বটের ছায়ায় গ্রামে হাটে বাটে কখনো পাহাড়ে কোথাও শহরে
কোথাও বা প্রান্তরে

এ-জীবনে বুঝি ঢেউ ভেঙে ভেঙে ফুরায় না তাই রেশ।

আমার জীবন বেঁধেছি তো তার ঘাটে॥

৫

দেখেছিলুম তো ঘরের লক্ষ্মী গৃহিণী,
তন্বী সে শ্যামা চকিত-হরিণী—যদিই বা তোলে চোখ,
হাতের সোনার স্পর্শ সারাটা সংসার,
যেন বা ফুলের গন্ধ ছড়ায় এ-ঘরে ও-ঘরে সবখানে
তারই উঠানের যত্নের টবে চারা।

আজ দেখি তাকে কর্ম্মমুখর কলরোলে,
বিশ্বের এক নারী,
তন্বী সে শ্যামা, তবু মনে হয় শরীর তার
দীর্ঘ সুঠাম স্বপ্রতিষ্ঠ স্পষ্টতর—
মেদুর দুচোখ থেকে-থেকে খর বিজলি হানে।

কে তাকে তুলেছে টব থেকে খোলা প্রাঙ্গণে,
নাকি সে অধরা, বাঁধন ভেঙেছে পোড়ামাটির ?
মাঘের সদ্য পল্লব যেন পত্রনিবিড় আষাঢ়ে
শ্যাম সমারোহে হাওয়ায় হাওয়ায় বকুলগন্ধে দোলে॥

৬

ভয় নেই তার
জীবনে যে তার সমুদ্র ঊর্মিল
সে তো মরা নদী মজা খাল নয় জোয়ার-ভাঁটায় নীল
সমুদ্র সে যে মুক্ত সে নির্ভীক

কিংবা সে মেঘ নয়নাভিরাম
কান্নার ঝুলি ক্লান্তির মুঠি সে কেন ভরবে ভিখে
আকাশের নীলে অবারিত সে যে
সে কেন ব্যর্থ সমব্যথী খুঁজে ঘুরবে চতুর্দিক

গতির লক্ষ্যে অবধারিত সে পৌঁছেছে উর্মিল
সমুদ্রে, সে যে লাখো ভগীরথে ডেকে এনেছিল
জীবনের সন্ধান, মরণের সেই কপিলগুহায়
তাকায় সে অনিমিখে ;
আত্মগ্লানিতে সে কেন বা হবে চাতুর্যে অশ্লীল

কিংবা সে মেঘ আকাশচুম্বী
সূর্য যে তার চোখে, আবেগে যে তার মেঘেরই মন্দ্র
হৃদয় আকাশে, সে বুঝি বা হ'ল প্রকৃতিতে সংহত
নতুন মানুষ নতুন জীবন নতুন কালের বীর,
বাজে বিদ্যুতে মেঘের মতো সে
ভুল করে যদি তবু প্রশান্ত সূর্যের মতো ধীর

শ্রাবণ আকাশে চেনা যায় তাকে
দূর দেশ ব'য়ে হাওয়ায় হাওয়ায় শোনা যায় তার ডাক
নীল অম্বরে স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনার নিজ মর্যাদায়
সংবৃত গম্ভীর ॥

৭

তাকে চেনা যেন কঠিন মানস-যাত্রা,
কিংবা যেন-বা মরুভূমি ঘুরে জরিপ,
হঠাৎ আড়ালে দেখা খেজুরের শিহর,
হঠাৎ দেখায় টলোমলো হিমদীঘি।

আকাশের মতো ঊষর, চলেছে শুধু পাণ্ডুর ঢেউ,
টিলায় ডাঙায় দিগন্তে প্রান্তর,
তারই মাঝে দুই পাহাড়ের খদে সতেজ রঙিন পলাশ
ফাল্গুনে কিবা রাঙবে !

অমর আশায় নিশ্চিত যেন রোপণ করেছে কেউ।
এই গাছে তার উপমা।

জানি মনে হয় থেকে থেকে কোথা পালাই
যেখানে দ্বন্দ্ব সমাহৃত এক সুস্থ সুশ্রী গানে,
জানি তবু তাতে ঘুচবে না এই বাস্তবিকের বালাই।
সে তো পালায় না, সে বলে, সমাজই ভাঙবে।

সে বলে, মনকে ধনুকের মতো বাঁকাবে
আর তারপরে মাটিতে জিষ্ণু খরশরে
জাগাবে সবার নির্ঝর।
মন ? মনে আছে, সে বলে, মানসসরোবর,
বহু পর্বত, তুঙ্গ শিখর ; সে বলে, প্রতিটি দিন
আমরা সবাই শেরপা !

৮

(শ্রীযুক্ত বলাই পাল-কে)

প্রথম যেদিন তাকে দেখি, ছিল সেদিনও সে শ্রাবণের ভরানদী,
অন্ততঃ নদীর পেশী, হাড়ে হাড়ে ছাতিতে কচি
টলোমলো করে, যেন মধুমতী সদ্যস্মৃতি
দুধে-ভাতে শাকান্নে সজিতে ;
প্রত্যহের কর্মিষ্ঠ সম্প্রীতি
চোখে এনে দিয়েছিল যে আকাশ,
সেই মুক্তি রেখেছে তখনও সতেজ সুনীল মেঘের রৌদ্রের আভা,
পাহাড়ের মতো গায়ে তখনও বাস্তব তার স্মৃতি।

তারপরে ইস্টেশন্, শেয়ালদার পরে নাকতলা
তারপরে একেবারে সটান্ উত্তরে

উল্টাডিঙি, বস্তিতে বিখ্যাত রাজধানীতেও সেরা,
জল নেই, কাদা আছে অপর্যাপ্ত,
হাওয়া নেই, দুর্গন্ধ প্রচুর,
আলো নেই, আছে তীব্র স্থানাভাব, গোলমাল ঝগড়াবিবাদ,
বসন্ত কলেরা ;
কর্মস্থান বহুদূর, যদি বা যখন থাকে,
আপন কর্মও নয়, ভয়াবহ পরকর্ম,
তাও থাকে কি না থাকে,
যদি কেউ কাজে ডাকে তবে কয়দিন স্বাধীন বাজার
দুঃখের সুখের ঘরে তবু দুইবেলা খাওয়া আটটি মুখের।
তবু দেখি মাঝে মাঝে বিদ্যুতের রেখা,
শুনি নম্র কথার কাঁথায় প্রচ্ছন্ন বজ্রের স্বর,
আর মাঝে মাঝে দেখি সাতরঙে লেখা অভিরাম
প্রাণের প্রচণ্ড প্রতিবাদ—
তাকে দেখে আজ মনে হয়
মেঘ সে তাড়াবে চোখে চোখে খরশরে,
সারা বিশ্বে মিত্র তার সে বুঝিবা বুঝেছে নিশ্চয়,
তারই জোরে রামধনু ভাঙবে সে ছড়াবে সে সাতরং
আজকে বস্তিতে কাল নতুন শহরে জীবনের প্রতি ঘরে ঘরে॥

৯

আঁটসাঁট বেঁধে আঁচল জড়াল কোমরে,
মুগ্ধ চোখের এক নিমেষের দেরিতে
লঘু লাবণ্যে লাফ দিয়ে চলে গেল।

কালো পাহাড়ের গায়ে চমকাল রেখা
শাড়ির শাদায় কস্তাপাড়ের সিঁদুরে
কষ্টিতে ঋজু কোমল শরীরে তরল স্রোতের ছন্দ।

এই লাবণ্যে এই নিশ্চিত ছন্দে
আমরা সবাই কেনই বা পার হব না
সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ ?

১০

চোখে জ্বেলে রাখে আকাশপ্রদীপ,
হিমের আমেজ শরীরে।
দীঘির ওপাড় ঢালু হয়ে আসে আর
শুধু মাঝখানে পদ্ম।

তাকে দেখ যদি মনে হবে তার দুগালে
শিশিরের যাওয়া-আসার চিকণ চিহ্ন।
এইবারে বুঝি গোলাপবাগান রাঙবে।

চিলেকোঠা বেয়ে তবু কি জমবে কুয়াশা ?
তবু জ্বলবে না হৃদয়ে কি তার স্বচ্ছ সূর্যালোকে
সোনালী দিনের নিশ্চিত অঘ্রান ?

১১

কি ক'রে যে বলো কুসংস্কার ? তাকে
দেখ যদি কোনো টাট্‌কা সকালে, সবে
স্নান সেরে ভিজে
চুল মেলে দিয়ে শুরু করে তার দিন,
তাহলে দেখবে তোমাদেরও মনে হবে,

যতই বাঁধুক তাগায় তাবিজে ভয়ে উদ্বেগে আশায়
নিজেকে এবং আপনজনকে, নানা
বিশ্বাসে আর ঐতিহ্যের ভাষায়,
তবু যেন তার শরীরের তনু নম্রতা
হৃদয়ের এক দিনরাত্রির নিয়মিত নিষ্ঠাই।

প্রাচীন দেশের দীর্ঘ জটিল বিন্যাসে
—যেখানে বাবুর সমাজে আজকে মনের প্রাণের পক্ষে
তুদণ্ড টেঁকা দায়
জীবিকার দায়ে ছাড়া—
দেখ দেখ চেয়ে জীবনের সেই দেশে
ভিজে চুল মেলে সদ্য পট্টবাসে
গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী বাংলাদেশের মেয়ে,
করুণায় স্মিত, প্রথমে কুমারী, বয়সে সেবাব্রতা ॥

১২

ভুল বোঝাটাই স্বাভাবিক তার ক্ষেত্রে,
ভিতরে বাহিরে দিনে ও রাত্রে মেলে না।
চিনলে চিনবে শিল্পে, কাব্যে নাট্যে গল্পে, তৃতীয় নেত্রে
সম্ভাবনার সম্পূর্ণের প্রজ্ঞায়,
না হলে স্বরূপ পেলে না, জানবে দিতে পারলে না দাম

অস্থির তার স্নায়ুর গ্রন্থি শত পাকে পাকে অঙ্কিত
শরীরে ও মনে, স্বপ্নে এবং চিন্তায়,
স্বপ্নে এবং চিন্তায় আর জীবনে।
কালের দ্বন্দ্বে খর ইন্দ্রিয়, মন সর্বদা ঝঙ্কৃত—
স্বাভাবিক নয় একালে মননে চোখ কান।

সে যেন বা এক উপমায় হরধনু,
টান দেয় কোনো রাম বা পরশুরাম।
দিনে রাতে তাই অবিরাম সে যে টঙ্কৃত।

তাকে ভুল বোঝা তাই তো সহজ,
স্বার্থপর সে জটিল, খেয়ালী,

বর্বর যেন মহেশ্বরের অনুচর,
তাকে চেনা যায় শুধুই তৃতীয় নেত্রে
যে কৈলাসের দৃষ্টিতে সব দ্বন্দ্ব
বর্তমানের খণ্ডিত শতপাক
অতীত কালের গ্রাহ্যতা আর ভবিষ্যতের আততির
সার্থকতায় অন্বিত ॥

১৩

স্তব্ধ আকাশ ভ'রে দেয় সে যে ভোরের সদ্য গানে,
সারাদিন ধ'রে খুঁজে ফিরি তার রেশ,
কখনও বা পাই, আবার কখনও পাই না।

হতাশায় ভাবি সুর-বেসুরের শত মুহূর্ত
এইবা যত্নে এদিকে বাঁকাল,
হেলায় ওদিকে হেলাল ; এ অনিশ্চিত চাই না,
পাই না যে তার যোজনার উদ্দেশ।

তাই তো ধূর্ত-দিনের একটি পলকে
কাজ-অকাজের সংসারে
আলেখ্য তার বারেবারে হয় খণ্ডিত,
আবার আত্মগ্লানির ঘুমে যে বেশ পরে তাও অর্ধেক।

তাকে চেনা যায় গোটা দিনরাত মেলালে,
তাকে চেনা যায় সূর্যোদয়ের স্বচ্ছ বিজয়কেতুতে
যখন ক্ষিপ্র নীলের সত্যে সত্তা অবাক স্তম্ভিত
চেতন এবং অবচেতনের সেতুতে,
সমগ্রতার ইন্দ্রধনুর চির-অস্থির ঝলকে ॥

১৪

ভেবে দেখো সে কি ভুল হবে যদি তাকে ভাবো আজও উল্কা,
যে আগুন আগে ছড়াত তন্বী পথের চল্‌তি আকাশে,
সে আগুন আজ আশ্বিন দিনে ব্যাপ্ত।
সে যে কথা বলে তাকায় বা চলে সবেতেই
মুখর সচল আবেগের জ্যোতি জেনো উদাত্ত সত্তার।

দীপ্ত চেতনা দু-হাতে চলে সে মিলিয়ে
আমাদের যায় বিলিয়ে কাউকে উষার প্রথম বিভাস
কাউকে সন্ধ্যানীলের বর্ণ-বৈভব।
কাউকে বা দেয় মধ্যাহ্নের শান্ত কূজনে আহুতির ঠিক মধ্যে
দিনের কেন্দ্রে অগ্নিবীণার তাণ্ডব,
যেখানে মুগ্ধ চোখের মণিতে হয়ে যায় একাকার
ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র ও ঝিল্লী-অন্ধকার।

ভালো হবে যদি তাকে ভাবো শুধু ক্ষণিকের বিদ্যুৎ
চলে যায় যবে সামনে দিয়ে সে যায়,
তার যাওয়া-আসা প্রাত্যহিকের আকাশে
প্রহরে প্রহরে আমাদের চেনা সূর্য,
তার চোখে বহু নীহারিকা আর নক্ষত্রের আহ্নিক॥

১৫

রাতের ঘোরে ঘুমের মতো হারায় সে কি ভোরে?
দুয়ার-বাঁধা অন্ধকারে কেন যে তাকে খোঁজা!
কেন যে তাকে সাপের মতো মনের পাকে মোড়া!

মিলিয়ে দাও পাহাড় থেকে গ্রামের প্রান্তরে,
শূন্য নীলে বিলিয়ে দাও ঘুমের লোভী বোঝা,
মনপবনে পথে-প্রবাসে ছুটিয়ে দাও ঘোড়া,

তবে না ওকে দেখবে রোজ আপন বাহু-ডোরে,
রাত্রিদিন কেন্দ্র পাবে, শান্ত হবে যোঝা,
স্বপ্ন আর জাগর হবে গাঁটছড়ায় জোড়া ;

আকাশে ওকে মুক্তি দাও, তবে না হুঁহু কোরে
বিচ্ছেদের কান্না জমে ; ওর খোঁপায় গোঁজা
প্রত্যহের যে ফুলটি তা বহু হাওয়ায় ওড়া,

বহু যুগের গন্ধে মোড়া অনেক দেশ ঘুরে
ওর স্বরূপ ধূপের মতো, ছড়ায় নিজে ও যা,
যদিও ওরই শুকতারায় বহু তারার তোড়া ॥

ক বছর পরে

ক বছর পরে
যখন ভাঙবে সব স্মৃতির মঞ্জুষা,
আর আজও অম্লান যা, বিপুল কামনা,
তখনো কি ফাল্গুনের ত্রয়োদশী রাত
হৃদয়ের হাত ধ'রে এই চেনা ঘরে
ছড়াবে একটি ক'রে পাপড়িতে পাপড়িতে
সেই চেনা মল্লিকার কণা ?

ক বছর পরে ?
মৃত্যুকে দেখি না আজও আনাচে-কানাচে
আজও দেখি সর্বদাই আকাঙ্ক্ষার ঢেউয়ের সংঘাত,

একাগ্র মধুর স্মৃতির মন্থর স্বরে
আজও নিত্য বাঁচে যে তীব্রতা,
তুমিই কি আনো সেই আকাশের আনন্দের পতিব্রতা ঊষা ?

ক বছর পরে
সব স্মৃতি হয়তো বা অন্ধ মরীচিকা,
থেমে যাবে প্রত্যহের নির্ঝরে কামনা,
তবু সেই ঘরে আজও দেখি
অঘ্রানের যে গোলাপ গন্ধের স্পন্দিত নীলিমায়
নিঃশ্বাসে টেনেছি কত,
পরাগের সে তীব্র যন্ত্রণা
তুমি দিলে, সে কি গোলাপ ? মল্লিকা ?

প্রেমের ক্ষমতা

নিষ্ঠুর আকাশ, আর নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর তার চোখ,
নিষ্ঠুর হাতের কাঁচি, কেটে চলে পল্লবিত ডাল,
বিস্তৃত বাগান, তার ক্লান্তিহীন মৃত্যুহানা রোখ্,
পায়ে পায়ে ঠেলে ফেলে, জড়ো ক'রে পোড়ায় জঞ্জাল।

আকাশে পাল্‌টায় রং, সূর্যালোক তুচোখে মাতায়,
প্রেমের আলোয় নত দৃষ্টি ভ'রে মায়ের মমতা,
সে ঘোরে শিশুর রাজ্যে, ডালে ডালে পাপড়িতে পাতায়
গন্ধে রঙে হাসি গান। দীর্ঘদর্শী প্রেমের ক্ষমতা !

একটি বিবাহবার্ষিকী-তে

এ কথা ঠিক যে আকাশে ঘনায় ঘটা,
দুঃসময়ের বিহঙ্গ পাখা ঝাড়ে,
আমাদের দিনে হাজার কাজের ছায়া ;
তার মাঝে ওড়ে তোমার অলক উদ্দাম।

খুলে খুলে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার জটা,
শিবিরে শিবিরে তবু শান্তির মায়া,
বৈকালী ঢেউ আমারও হৃদয়-পাড়ে,
তাই তো তোমার নাম গান করি নাম।

লীলাপ্রাঙ্গণে পালা হ'য়ে এল শেষ,
পূর্বরাগের দিনগুলি স্মৃতি-পাথর,
অতনু অতীতে মধুমিলনের মাস,
মাথুরের জ্বালা চিকণ কালের চন্দনে,

কখন হয়েছে নববাসন্তী বেশ
বার্ধক্যের শুভ্রে চাঁদিনীবাস,
তবুও হৃদয় মুখর প্রাচীন স্পন্দনে,
তবুও পোড়ে না আখর ॥

হাওয়ায় যেমন

শক্তিকে বড়ই ভয়, শক্তি কিংবা শক্তির লুব্ধতা।
অথচ এও তো জানি : শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়।
এ যেন বৃষ্টির মুখ চেয়ে থাকা,
শেষে যবে যদি বৃষ্টি হয় সে ভাসায় বন্যাস্রোতে,
কোথাও বা মৃত্যু আনে দানবিক অণুর খেয়ালে,

দুর্মূল্যের পণ্য জ্বলে, অগ্নিমূল্যে অতিবৃদ্ধ শিশু-দেশে
সস্তা থেকে যায় বহু পঞ্চবর্ষব্যাপী জীবন, জীবিকা।
শক্তির পূজারী নই কোনো দিন, শাসনের অর্থের ক্ষমতা
দূরে পরিহার করি,
একমাত্র মানুষে ব্যক্তিত্বে মনুষ্যত্বে কিনা
আমাদের মনের বিহার,
এমন কি আচার্যের ভার—শিক্ষায় বা অধ্যাত্মেই
কোনো দিন করি না স্বীকার মুক্ত মনে।
মেনেছি মনের শক্তি, যত বিহ্বলতা থাক
মননে তো নেই বিভীষিকা।

অথচ এ মন, সেও ভয়ানক, শুদ্ধ মনের রুদ্ধতা
কম অত্যাচারী নয়, স্বাধীন মনের মোহ
কত অনাচার করে, কত না কর্তব্যে ফাঁকি দেয়,
স্বার্থে কত স্বপ্ন বোনে, ক্রমাগত নিজেকে বাঁচায়
অন্যকে বঞ্চিত ক'রে।
এমন কি প্রেম, তা সে ব্যক্তিক বা মানবিক
যে ইস্পাতে প্লাটিনমে গড়া হোক
সেও তো আপন জোর অন্যের বা অন্যদের মনে
চাপায় ব্যক্তিত্বগর্বে প্রেমের পরম দর্পে প্রচণ্ড দাবিতে,
মানবিকতার নিষ্ঠুর সন্ত্রাসে, আদর্শের বিদ্যুতে ধারায়
শত বাধা শত শত্রুব্যূহ ভেঙে দেয়
নিজ মহিমায়, প্রেমের বিপ্লবী তেজে।
তারপরে, এক দিন, অন্যজন অথবা অন্যেরা
ভোগ করে যাকে বলে প্রতিক্রিয়া
প্রেমের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিত্বের মহাদ্বন্দ্বে জানায় বিদ্রোহ।

শক্তি বড় ভয়ানক, যে কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের
যে কোনো সুযোগ।

শুধু বুঝি জড়ের উপরে যে কর্তৃত্বে
মানুষের একমাত্র প্রাকৃতিক জয় :
রেখা-রঙে কাগজে খাতায় কাঠে ব্রঞ্জে মাটিতে পাথরে
সুরে শব্দে ভঙ্গীতে বিন্যাসে,
সেই রচয়িতা শক্তি সেরা,
সেই শুধু ক্ষতিহীন ন্যায়নিষ্ঠ আত্মস্থ উদার।
নাকি সেও ভয়ানক আজ অতিবৃষ্টি কাল অনাবৃষ্টি সেও অভিশাপ?
উৎস তার যৌবনের আত্মরতি, অন্তে শুধু বর্ধিষ্ণুর বৃদ্ধ অহমিকা?

শক্তি বড় ভয়ানক, হোক যত আবশ্যিক, সিদ্ধকাম, দুর্নিবার ;
তার চেয়ে ভয়ানক অনভ্যস্ত শক্তির লুব্ধতা।
শক্তিকে ছড়াব কবে জনে জনে ঘরে ঘরে দেশে দেশে
হাওয়ায় যেমন বাষ্প তাপ হিম থাকে স্তরে স্তরে!